الزهر الربيعي
tamol.net

রমযানের ফযীলত

গুনাহ মাফের মাস

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

Peace রামাদানুল কারীম

রমযানের ফযীলত

গুনাহ্ মাফের মাস

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

Peace রামাদানুল কারীম

রমযানের ফযীলত

গুনাহ্ মাফের মাস

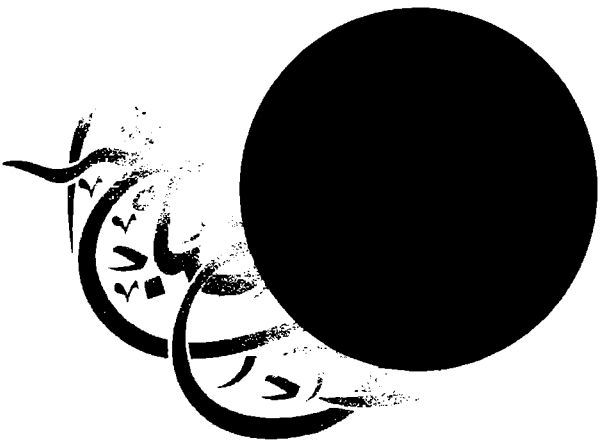

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রমযানের ফযীলত

গুনাহ মাফের মাস

প্রকাশক
মো : রফিকুল ইসলাম
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : জুলাই, ২০১৩ ইং
কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

মূল্য : ১২০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com
peacerafiq56@yahoo.com

ISBN: 978-984-8885-34-5

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে, যার একান্ত মেহেরবানীতে **কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রমযানের ফযীলত-গুনাহ মাফের মাস** নামক গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

মাহে রমযান আরবী বারটি মাসের মধ্যে নবম ও অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। আল্লাহ তায়ালা এ মাসকে মানবজাতির গুনাহ মাফের মাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই নিরিখে আমরা মাহে রমযান উপলক্ষে কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য প্রফেসর মুহাম্মদ ইকবাল কীলানীর রোযার মাসায়েল নামক বিখ্যাত এই গ্রন্থটিকে নিজেদের মতো সাজিয়ে, গুছিয়ে ও সম্পদনা করে আমাদের সাধারণ পাঠকের জন্য উপযোগী করে প্রকাশ করেছি। বইটিতে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত মাহে রমযানের উপরে অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও হাদীসের সূত্রের আলোকে মনোমুগ্ধকর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। মাহে রমযানের শেষ দিকের লায়লাতুল ক্বদর, এ'তেকাফ, সদকাতুল ফিতর ঈদের নামায এবং সর্বশেষ রোযার ব্যাপারে কিছু সংখ্যক দুর্বল ও জাল হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

আশা করি, আমাদের পাঠকেরা এই বইটি থেকে তাদের চাহিদা অনুসারে জ্ঞানের খোরাক পাবেন। বইটি প্রকাশ, মুদ্রণ, সংকলন ও সম্পাদনার কাজে যারা সময় ও শ্রম উৎসর্গ করেছেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম বিনিময় কামনা করি। আমীন॥

www.pathagar.com

সূচীপত্র

فَرْضِيَّةُ الصِّيَامِ
রোযা ফরজ হওয়ার বর্ণনা

মাসআলা-১ : রোযা ইসলামের মৌলিক ফরজগুলোর একটি। ২৩

فَضْلُ الصَّوْمِ
রোযার ফজিলত

মাসআলা-২ : রমযানুল মোবারক আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে বেহেশতের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। ২৪

মাসআলা-৩ : রমযান মাসে ওমরা করার ছাওয়াব হজ্বের সমান। ২৪

মাসআলা -৪ : রোযা কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। ২৫

মাসআলা-৫ : রোযার প্রতিদান অগণিত ২৫

মাসআলা-৬ : রোযাদারের জন্য বেহেশতে 'রায়্যান' নামে একটি বিশেষ দরজা বানানো হয়েছে। ২৬

www.pathagar.com

মাসআলা-৭: রমযানের পূর্ণ মাসে প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তাআলা লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। ২৬

মাসআলা-৮ : প্রত্যেক দিন ইফতারের সময়ও আল্লাহ তাআলা লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। ২৭

মাসআলা-৯ : রমযান মাসে সিয়াম ও কিয়ামুল্লাইল আদায়কারী কেয়ামতের দিন সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে থাকবে। ২৭

اَهَمِيَّةُ الصَّوْمِ

রোযার গুরুত্ব

মাসআলা-১০ : রমযান মোবারকের কল্যাণ বঞ্চিত ব্যক্তি হতভাগ্য। ২৮

মাসআলা-১১ : রমযান পেয়েও যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত অর্জন করতে পারেনি তার জন্য ধ্বংস। ২৮

মাসআলা-১২ : রোযা তরককারীদের শিক্ষণীয় পরিণতি। ২৯

اَلصِّيَامُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে রোযা

মাসআলা-১৩ : রোযা ইসলামের পাঁচ ফরজের মধ্যে এক ফরজ। ৩০

মাসআলা-১৪ : রোযা পূর্বের উম্মতের উপরও ফরজ ছিল। ৩০

মাসাআলা-১৫ : রোযার উদ্দেশ্য হলো গুনাহ থেকে বাঁচা এবং পূণ্যের উপর চলার শিক্ষা দেওয়া। ৩০

মাসআলা-১৬ : প্রত্যেক মুসলমান যে রমযান মাস পায় তার উপর পূর্ণ এক মাস রোযা পালন ফরজ। ৩০

মাসআলা-১৭ : মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু রমযানের পরে ছেড়ে দেয়া রোযাগুলোর কাজা আদায় করতে হবে। ৩০

www.pathagar.com

মাসআলা-১৮ : মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিকে রোযা ছেড়ে দেয়ার জন্য কোনো কাফফারা আদায় করতে হবে না। ৩০

মাসআলা-১৯ : রমযানের মাস আল্লাহ তাআলার বিশেষ ইবাদত ও প্রশংসাবাদের মাস। ৩০

মাসআলা-২০ : রমযান মাসে রাত্রে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয। ৩১

মাসআলা-২১ : ইফতারের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত সময়টুকু রোযা পালনের অন্তর্ভূক্ত নয়। ৩১

মাসআলা-২২ : এতেকাফের সময় রাত্রে স্ত্রী সহবাস করা নিষেধ। ৩১

رُؤْيَةُ الْهِلَالِ

চাঁদ দেখার মাসায়েল

মাসআলা-২৩ : রমযানুল মোবারকের চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা চাই। ৩২

মাসআলা-২৪ : শাবান মাসের শেষে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে ৩২

মাসআলা-২৫ : এক মুসলমানের সাক্ষীর উপর রোযা শুরু করা যেতে পারে। ৩২

মাসআলা-২৬ : রমযান মাসের প্রথম তারিখের চাঁদ আপাত দৃষ্টিতে ছোট-বড় হওয়াতে কোনো রকমের সন্দেহে পতিত হওয়া উচিত নয়। ৩৩

মাসআলা-২৭ : নতুন চাঁদ দেখলে এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

মাসআলা-২৮ : চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করার ব্যাপারে উপস্থিত এলাকা বা দেশের খেয়াল করতে হবে। ৩৪

মাসআলা-২৯ : রমজান মাসে একদেশ থেকে অন্য দেশে সফর করার পর যদি মুসাফিরের রোযার সংখ্যা উপস্থিত এলাকায় রমযান মাসের রোযার সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে বৃদ্ধি রোযাগুলো ছেড়ে দিবে অথবা নফলের নিয়ত করে রাখবে। আর যদি সংখ্যা কম হয়, তাহলে অপূর্ণ রোযাগুলো ঈদের পর পূর্ণ করে দিবে। ৩৪

www.pathagar.com

মাসআলা-৩০ : মেঘের কারণে যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় এবং রোযা রাখার পর জানা যায় যে, চাঁদ দেখা গেছে, তখন রোযা খুলে ফেলতে হবে। ৩৫

اَلنِّيَّةُ

নিয়তের মাসায়েল

মাসআলা-৩১ : সকল কর্মের প্রতিদান ও ছাওয়াব নিয়তের উপর নির্ভর করে। ৩৫

মাসআলা-৩২ : লোক দেখানো উদ্দেশ্যে রোযা রাখা শিরক। ৩৬

মাসআলা-৩৩ : রোযার নিয়ত হৃদয়ের ইচ্ছায় হয়ে যায়। প্রচলিত শব্দ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ [বিসাওমি গাদিন নাওয়াইতু] বলা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। ৩৬

মাসআলা-৩৪ : ফরজ রোযার নিয়ত ফজরের পূর্বে করা জরুরী। ৩৬

মাসআলা-৩৫ : নফল রোযার নিয়ত দিনে সূর্য ঢলার পূর্বে যে কোনো সময়ে করা যেতে পারে। ৩৬

মাসআলা-৩৬ : নফল রোযা যে কোনো সময় যে কোনো কারণে ভাঙ্গা যেতে পারে। ৩৬

اَلسُّحُوْرُ وَالْاِفْطَارُ

সাহরী ও ইফতারের মাসায়েল

মাসআলা-৩৭ : সাহরী খাওয়ায় বরকত রয়েছে। ৩৭

মাসআলা-৩৮ : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর জেনে শুনে সাহরী ছাড়বে না। ৩৭

মাসআলা-৩৯ : রমযানে ফজরের আযানের পূর্বে সাহরীর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত। ৩৭

মাসআলা-৪০ : ইফতার তাড়াতাড়ি করা এবং সাহরী দেরীতে খাওয়া নবীগণের তরীকা। ৩৭

www.pathagar.com

মাসআলা-৪১ :	সাহরী খেতে খেতে আযান হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ খানা না ছেড়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া দরকার।	৩৮
মাসআল-৪২ :	রোযার ইফতারের জন্য সূর্যাস্ত যাওয়া শর্ত।	৩৮
মাসআলা-৪৩ :	তাজা খেজুর, শুকনো খেজুর অথবা পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত।	৩৮
মাসআলা-৪৪ :	লবণ দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়।	৩৮
মাসআলা:৪৫ :	রোযাদার ইফতারের সময় নিম্নের দোয়া পড়া সুন্নাত।	৩৯
মাসআলা-৪৬ :	রোযাদারকে ইফতার করালে রোযাদারের সমান ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে।	৩৯
মাসআলা-৪৭ :	যে ব্যক্তি ইফতার করাবে তার জন্য দোয়া করা উচিত।	৩৯

صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ

তারাবীর নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪৮ :	তারাবীর নামাজ পূর্বের সকল সাগীরা গুনাহের জন্য ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।	৪০
মাসআলা-৪৯ :	রমযান শরীফে তারাবী বা কিয়ামে রমযান অন্য মাস সমূহে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামে লায়লের অন্য নাম।	৪০
মাসআলা-৫০ :	রমযান ব্যতীত অন্য মাসে তাহাজ্জুদের নামাজ অপেক্ষা রমযান মাসে তারাবীর তাগিদ ও গুরুত্ব অনেক বেশী।	৪০
মাসআলা-৫১ :	তারাবীর নামাজ সুন্নাত হিসেবে আট রাকাত। সুন্নাত বিনে রাকাতের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। যার যা ইচ্ছা পড়তে পারবে।	৪৪
মাসআলা-৫২ :	তারাবীর নামাজের সময় এশা থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত।	৪১
মাসআলা-৫৩ :	তারাবীর নামাজ দুই দুই রাকাত পড়া ভাল।	৪১

www.pathagar.com

মাসআলা-৫৪ :	বিতর এক রাকাত পড়া সুন্নাত ।	৪১
মাসআলা-৫৫ :	রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে মাত্র তিন দিন জামাতের সাথে তারাবীর নামাজ পড়েছেন ।	৪১
মাসআলা-৫৬ :	মহিলারা মসজিদে গিয়ে তারাবীর নামাজ আদায় করতে পারবে ।	৪১
মাসআলা-৫৭ :	এক, তিন অথবা পাঁচ রাকাত বিতর পড়াও সুন্নাত ।	৪২
মাসআলা-৫৮ :	এক তাশাহহুদ এবং এক সালামে তিন রাকাত বিতর সুন্নাত ।	৪২
মাসআলা-৫৯ :	বিতরের প্রথম রাকাতে সূরা 'আলা' দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা 'এখলাছ' পড়া সুন্নাত ।	৪২
মাসআলা-৬০ :	মাগরিবের নামাজের মতো দুই তাশাহহুদ এবং এক সালামে তিন রাকাত বিতর পড়া ঠিক নয় ।	৪২
মাসআলা-৬১ :	বিতরের নামাজে দোয়া কূনুত রুকুর পূর্বে ও পরে উভয় নিয়মে পড়া জায়েয ।	৪৩
মাসআলা-৬২ :	নবী করীম ﷺ হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বিতরের নামাজে পড়ার জন্য যে দোয়া কূনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন তা হলো এই:	৪৩
মাসআলা-৬৩:	দ্বিতীয় মাসনুন দোয়া কুনুত হলো এই-	৪৪
মাসআলা-৬৪ :	তিন রাতের কম সময়ে কুরআন খতম করা অপছন্দনীয় ।	৪৪
মাসআলা-৬৫ :	একই রাতে কুরআন খতম করা সুন্নাতের বরখেলাফ ।	৪৪
মাসআলা-৬৬ :	তেলাওয়াতে সিজদায় এই দোয়া পড়া সুন্নাত ।	৪৫
মাসআলা-৬৭ :	ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজসমূহে দেখে দেখে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয ।	৪৫
মাসআলা-৬৮ :	নফল ইবাদতে যতক্ষণ উদ্যম ও আগ্রহ থাকবে তক্ষণ ইবাদত করবে, যখন কষ্ট বা ক্লান্তি অনুভব হবে তখন ছেড়ে দেয়া উচিত ।	৪৫

www.pathagar.com

মাসআলা-৬৯ : ইবাদতসমূহে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ভাল। ৪৫

رُخْصَةُ الصَّوْمِ

রোযা না রাখার অনুমতির মাসায়েল

মাসআলা-৭০ : সফরে রোযা রাখা এবং ছাড়া উভয়ই জায়েয। ৪৬

মাসআলা-৭১ : ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলা হায়েয ও নেফাস অবস্থায় রোযা রাখবে না। বরং পরে কাজা আদায় করবে। ৪৭

মাসআলা-৭২ : স্তন্যদানকারিণী ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্য রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে। তবে পরে কাজা আদায় করতে হবে। ৪৭

মাসআলা-৭৩ : সফর অথবা জিহাদে কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে রোযা না রাখা জায়েয। আর যদি রেখে থাকে তাহলে ভাঙ্গাও যেতে পারে। এর জন্য পরে শুধু কাজা দিতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না। ৪৮

মাসআলা-৭৪ : বার্ধক্য অথবা এমন কোনো পীড়া যা শেষ হওয়ার আশা করা যায় না এর কারণে রোযা না রেখে ফিদয়া আদায় করা যেতে পারে। এক রোযার ফিদয়া হচ্ছে যে কোনো ফকির মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়ানো। ৪৮

মাসআলা-৭৫ : যে সকল বিষয়ে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে যথা-অসুখ, ভ্রমণ, বার্ধক্য, জিহাদ আর মহিলাদের ব্যাপারে গর্ভ, স্তন্যদান ইত্যাদি কারণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি মনের আবেগে রোযা রাখে। কিন্তু তা পূর্ণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা ভাল। এমতাবস্থায় সে পরে শুধু কাজা আদায় করবে। ৪৮

صِيَامُ الْقَضَاءِ

www.pathagar.com

কাজা রোযার মাসায়েল

মাসআলা-৭৬ : ফরজ রোযাসমূহের কাজা আগামী রমজানের পূর্বে যে কোনো সময়ে আদায় করা যায়। ৪৯

মাসআলা-৭৭ : ফরজ রোযার কাজা একসাথে লাগাতার অথবা পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা যায়। ৪৯

মাসআলা-৭৮ : মৃত ব্যক্তির কাজা রোযাসমূহ তার ওয়ারিশদের আদায় করে দেয়া উচিত। ৪৯

মাসআলা-৭৯ : নফল রোযাসমূহের কাজা আদায় করা ওয়াজিব নয়। ৫০

মাসআলা-৮০ : যদি কেউ মেঘের কারণে সময়ের পূর্বে রোযার ইফতার করে ফেলে কিন্তু পরে জানতে পারল যে, সূর্য তখন ডুবেনি। এমতাবস্থায় কাজা আদায় করতে হবে। এমনিভাবে সাহরীর সময় খানা খেয়ে ফেলল কিন্তু পরে জানতে পারল যে তখন সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তখনও কাজা আদায় করা ওয়াজেব। ৫০

اَلْحَالَاتُ الَّتِيْ لَا يُكْرَهُ فِيْهَا الصَّوْمُ

যে সকল কারণে রোযা মাকরূহ হয় না

মাসআলা-৮১ : ভুলে কিছু খেলে অথবা পান করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না। ৫১

মাসআলা-৮২ : মিসওয়াক করলে রোযা মাকরূহ হয় না। ৫১

মাসআলা-৮৩ : গরমের তীব্রতার কারণে রোযাদার মাথায় পানি দিতে পারবে। এর দ্বারা রোযা মাকরূহ হবে না। ৫১

মাসআলা-৮৪ : রোযাবস্থায় 'মজী' বের হলে অথবা স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গেনা এবং মাকরূহও হয় না। ৫১

মাসআলা-৮৫ : মাথায় তৈল ব্যবহার করলে, চিরুনী করলে অথবা চোখে সুরমা ব্যবহার করলে রোযা মাকরূহ হয় না। ৫২

মাসআলা-৮৬ : ডেকচি-হাঁড়ির স্বাদ পরীক্ষা করলে, থুথু গিলে ফেললে অথবা মাছি গলায় চলে গেলে রোযা মাকরূহ হয় না। ৫২

www.pathagar.com

মাসআলা-৮৭ : রোযাদার গরমের প্রখরতার কারণে কাপড় পানিতে ভিজিয়ে তা শরীরে রাখতে পারবে। এর দ্বারা রোযা মাকরূহ হবে না। ৫২

মাসআলা-৮৮ : যদি কারো উপর গোসল ফরজ ছিল কিন্তু সে দেরীতে উঠল তাহলে প্রথমে রোযা রাখবে পরে গোসল করবে। তবে খানা খাওয়ার পূর্বে ওজু করে নেয়া ভাল ৫৩

মাসআলা-৮৯ : রোযাবস্থায় চুম্বন করা জায়েয। তবে শর্ত হলো নিজ প্রবৃত্তির উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। ৫৩

মাসআলা-৯০ : গরমের প্রখরতার কারণে রোযাদার গোসল অথবা কুলি করতে পারবে। ৫৩

মাসআলা-৯১ : রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো জায়েয। ৫৪

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِيْ لَايَجُوْزُ فِعْلُهَا فِي الصَّوْمِ

রোযাবস্থায় জায়েয নয় এমন কার্যসমূহ

মাসআলা-৯২ : গীবত করা, মিথ্যা বলা, গালমন্দ ব্যবহার, ঝগড়া-বিবাদ করা রোযা অবস্থায় নাজায়েয। ৫৪

মাসআলা-৯৩ : রোযা অবস্থায় বেহুদা কথা, অশ্লীল কাজ-কর্ম এবং মূর্খতাপূর্ণ ব্যবহার নিষেধ। ৫৫

মাসআলা-৯৪ : যে রোযাদার আপন প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারবে না তার জন্য স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা বা চুম্বন করা জায়েয নয়। ৫৫

মাসআলা-৯৫ : রোযাবস্থায় কুলি করার সময় এমনভাবে গলায় নাকে পানি দেয়া যদ্বারা গলায় পানি পৌঁছার আশংকা হয়, তা নাজায়েয। ৫৬

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِيْ تُفْسِدُ الصَّوْمَ

রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

মাসআলা-৯৬ : রোযাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তার উপর কাজা এবং কাফফারা উভয়

www.pathagar.com

ওয়াজিব হয়। ৫৭
মাসআলা-৯৭ : রোযার কাফফারা হলো একজন দাস আজাদ করে দেয়া অথবা দুই মাস লাগাতার রোযা রাখা অথবা ষাটজন অভাবী মিসকিনকে খানা খাওয়ানো। ৫৭
মাসআলা-৯৮ : ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাজা ওয়াজিব হয়। ৫৮
মাসআলা-৯৯ : অনিচ্ছাকৃত বমি হয়ে গেলে রোযা ভাঙ্গে না। ৫৮
মাসআলা-১০০ : হায়েয অথবা নেফাস শুরু হলে মহিলাদের রোযা ভেঙ্গে যাবে। রোযার কাজা আদায় করতে হবে নামাজের কাজা নয়। ৫৯

صِيَامُ التَّطَوُّعِ

নফল রোযাসমূহ

মাসআলা-১০১ : নফল রোযার ফজীলত। ৫৯
মাসআলা-১০২ : প্রত্যেক বৎসর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা সারা জীবন রোযা রাখার সমান। ৬০
মাসআলা-১০৩ : নিয়মিত 'আয়্যামে বীয' অর্থাৎ চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা পালন করলে সারা জীবন রোযা পালনের ছাওয়াব পাবে। ৬০
মাসআলা-১০৪ : সফরে নফল রোযা রাখা জায়েয। ৬০
মাসআলা-১০৫ : জিহাদ চলাকালীন নফল রোযা রাখার ফজীলত। ৬০
মাসআলা-১০৬ : সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখা রাসূল (সা:) পছন্দ করতেন। ৬১

মাসআলা-১০৭ : আরাফার দিনের (অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখের) রোযার দ্বারা এক বৎসর আগের ও এক বৎসর পরের সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। আর আশুরা (অর্থাৎ দশই মুহাররাম) এর রোযা দ্বারা বিগত এক ৬১

www.pathagar.com

বৎসরের সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।
মাসআলা-১০৮ : শুধু দশই মুহাররামের রোযা রাখা মাকরূহ। ৬১
মাসআলা-১০৯ : রাসূলে করীম (সা:) অন্য মাস অপেক্ষা শাবান মাসে বেশী রোযা পালন করতেন। ৬৩
মাসআলা-১১০ : নফল রোযা পালনের ক্ষেত্রে একদিন ছেড়ে দিয়ে একদিন রাখার নিয়মটা সর্বোত্তম। ৬৩
মাসআলা-১১১ : মুহাররামের ফজীলত। ৬৩
মাসআলা-১১২ : সোমবারে রোযা রাখার ফজীলত। ৬৪
মাসআলা-১১৩ : জিলহজ্ব মাসের প্রথম নয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। ৬৪
মাসআলা-১১৪ : প্রত্যেক মাসে যে কোনো তিনটি রোযা রাখা মাসনূন। ৬৪
মাসআলা-১১৫ : প্রত্যেক মাসের সোমবার এবং প্রথম দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিত আমল ছিল। ৬৪
মাসআলা-১১৬ : নফল রোযাসমূহের নিয়ত দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোনো সময় করা যেতে পারে। শর্ত হলো পূর্বে খানা-পিনা না করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং ২২ দ্র্যষ্টব্য। ৬৪
মাসআলা-১১৭ : নফল রোযার কাজা আদায় করা ওয়াজিব নয়। হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৭৮ দ্রষ্টব্য। ৬৪
মাসআলা-১১৮ : নফল ইবাদতসমূহে মধ্যমপন্থা অবলম্বন উত্তম। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৬৮ দ্রষ্টব্য। ৬৪
মাসআলা-১১৯ : সিয়ামে আরবাঈন' তথা লাগাতার চল্লিশ দিন রোযা রাখা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ৬৪

اَلصِّيَامُ الْمَنْهِيُّ وَالْمَكْرُوْهُ

নিষিদ্ধ এবং মাকরূহ রোযাসমূহ

মাসআলা-১২০ : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা নিষেধ। ৬৫
মাসআলা-১২১ : শুধ জমার দিন রোযা রাখা মাকরূহ। ৬৫

www.pathagar.com

মাসআলা-১২২ : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের নিয়মানুযায়ী জুমার ॥ দিন রোযা রাখে তাহলে জায়েয হবে। যখন কোনো ব্যক্তি প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে রোযা রাখার অভ্যাসী হয়ে থাকে, তাতে কোনো এক দিন জুমাবার চলে আসলে কোনো অসুবিধা হবে না। ৬৫

মাসআলা-১২৩ : 'সাওমে বেছাল' অর্থাৎ সন্ধ্যায় ইফতার না করে এবং কিছু না খেয়ে আগামী দিনের রোযা শুরু করে দেয়া মাকরূহ। ৬৬

মাসআলা-১২৪ : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের পুরাতন নিয়মানুযায়ী রোযা রেখে আসছিলো, ঘটনাক্রমে সে দিনটা রমযানের দুএকদিন পূর্বে গেল, তখন রোযা রাখলে অসুবিধা হবে না। ৬৬

মাসআলা-১২৫ : লাগাতার রোযা রাখা নিষেধ। ৬৬

মাসআলা-১২৬ : 'আইয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোযা রাখা নিষেধ। কিন্তু যে হজ্জ আদায়কারী কোরবানী দিতে পারেনি সে মিনায় 'আয়্যামে তাশরীকের' রোযা রাখতে পারে। ৬৭

মাসআলা-১২৭ : হাজীদের জন্য আরাফায় জিলহজ্বের নয় তারিখ রোযা নিষেধ। ৬৭

মাসআলা-১২৮ : শাবান মাস অর্ধেক হয়ে গেলে রোযা না রাখা উচিত। ৬৮

মাসআলা-১২৯ : স্বামীর অনুমতিবিহীন স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা নিষেধ। ৬৮

মাসআলা-১৩০ : শুধু মুহাররামের দশ তারিখ রোযা রাখা মাকরূহ। নয় এবং দশ তারিখ অথবা দশ এবং এগারো তারিখ অর্থাৎ দুদিন এক সাথে রাখতে হবে। ৬৮

মাসআলা-১৩১ : শুধু শনিবার রোযা রাখা মাকরূহ। ৬৯

www.pathagar.com

اَلْاِعْتِكَافُ

এতেকাফের মাসায়েল

মাসআলা-১৩২ : এতেকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। তার সময় দশ দিন। ৭০

মাসআলা-১৩৩ : প্রত্যেক মুসলমানকে রমযান মাসে অন্তত: একবার কুরআন মজীদ তেলাওয়াত সম্পূর্ণ করা চাই। ৭০

মাসআলা-১৩৪ : এতেকাফের জন্য ফজরের নামাজের পর এতেকাফের জায়গায় বসা সুন্নাত। ৭০

মাসআলা-১৩৫ : এতেকাফকারীর স্ত্রী সাক্ষাতের জন্য আসতে পারবে এবং সেও স্ত্রীকে ঘর পর্যন্ত দিয়ে আসার জন্য মসজিদের বাহিরে যেতে পারবে। ৭০

মাসআলা-১৩৬ : পুরুষদেরকে মসজিদেই এতেকাফ করতে হবে। ৭১

মাসআলা-১৩৭ : রমযান মাসে এতেকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী। ৭১

মাসআলা-১৩৮ : এতেকাফ অবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার নামাজে শরীক হওয়া, স্ত্রী সহবাস করা, মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত এতেকাফের স্থান থেকে বাহিরে যাওয়া নিষেধ। ৭১

মাসআলা-১৩৯ : মহিলাদেরকেও এতেকাফ করা চাই। ৭১

মাসআলা-১৪০ : মহিলারা নিজের ঘরে এতেকাফ করবে। ৭১

মাসআলা-১৪১ : যদি কেউ দশ দিন এতেকাফ করতে না পারে, তাহলে যত দিন সম্ভব ততদিন করবে। এমনকি শুধু একরাত করলেও জায়েয হবে। ৭২

فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

লাইলাতুল কদরের ফজীলত ও মাসায়েল

www.pathagar.com

মাসআলা-১৪২ : লাইলাতুল কদরের ইবাদত পূর্বের গুনাহসমূহের ক্ষমার কারণ। ৭২

মাসআলা-১৪৩ : লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি বড় হতভাগা। ৭২

মাসআলা-১৪৪ : লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ তারিখের বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করা উচিত। ৭৩

মাসআলা-১৪৫ : রমযানের শেষ দশ তারিখে বেশী বেশী ইবাদত করা উচিত। ৭৩

মাসআলা-১৪৬ : রমযানের শেষ দশ তারিখে পরিবার-পরিজনকে ইবাদতের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেওয়া সুন্নাত। ৭৩

মাসআলা-১৪৭ : শেষ দশ রাতে যারা জাগ্রত থাকতে পারে না তারাও লাইলাতুল কদরের পূর্ণ ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে। ৭৩

মাসআলা-১৪৮ : রমযানুল মুবারকে রাসূলুল্লাহ (সা:) বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। ৭৪

মাসআলা-১৪৯ : লাইলাতুল কদরে এই দোয়া পড়া সুন্নাত। ৭৪

صَدَقَةُ الْفِطْرِ

ছদকায়ে ফিতরের মাসায়েল

www.pathagar.com

মাসআলা-১৫০ : ছদকায়ে ফিতর আদায় করা ফরজ। ৭৫

মাসআলা-১৫১ : ছদকায়ে ফিতরের উদ্দেশ্য,রোযাবস্থায় সংঘটিত গুনাহসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। ৭৫

মাসআলা-১৫২ : ছদকায়ে ফিতর ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করা উচিত অন্যথায় সাধারণ সদকায় পরিণত হয়। ৭৫

মাসআলা-১৫৩ : ছদকায়ে ফিতরের অধিকারী ব্যক্তিগণ তারাই যারা যাকাতের অধিকারী। ৭৫

মাসআলা-১৫৪ : ছদকায়ে ফিতরের পরিমাণ এক ছা' যা কিছু কম তিন সের অথবা আড়াই কিলোগ্রামের সমান। ৭৫

মাসআলা-১৫৫ : ছদকায়ে ফিতর সকল মুসলমান, সে গোলাম হোক বা আজাদ, পুরুষ হোক বা মহিলা, ছোট হোক বা বড়, রোযাদার হোক বা গায়রে রোযাদার, নেছাবের মালিক হোক বা না হোক, সবার উপর ফরজ। ৭৫

মাসআলা-১৫৬ : ছদকায়ে ফিতর ফসল দিয়ে উত্তম। ৭৬

মাসআলা-১৫৭ : গম, চাউল, জব, খেজুর, মোনাক্কা অথবা পনির ইত্যাদির মধ্যে যা ব্যবহৃত হয় তাই দেয়া উচিত। ৭৬

মাসআলা-১৫৮ : ছদকায়ে ফিতর আদায় করার সময় শেষ রোযার ইফতারের পর শুরু হয় কিন্তু ঈদের দু-একদিন পূর্বে আদায় করা যায়। ৭৬

মাসআলা-১৫৯ : ছদকায়ে ফিতর ঘরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে স্ত্রী, ছেলে-সন্তান এবং নৌকর-চাকর সবার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। ৭৬

www.pathagar.com

صَلَاةُ الْعِيْدِ

ঈদের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-১৬০ : ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য যাওয়ার পূর্বে কোনো মিষ্টি বস্তু খাওয়া সুন্নাত। ৭৭

মাসআলা-১৬১ : ঈদের নামাজের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং আসা সুন্নাত। ৭৭

মাসআলা-১৬২ : ঈদগাহে আসা যাওয়ায় রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত। ৭৭

মাসআলা-১৬৩ : ঈদের নামাজ বসতির বাইরে খোলা মাঠে পড়া সুন্নাত। ৭৭

মাসআলা-১৬৪ : ঈদের নামাজের জন্য মহিলাদেরকেও ঈদগাহে যাওয়া চাই। ৭৭

মাসআলা-১৬৫ : ঈদের নামাজের জন্য আযান ও একামত নেই। ৭৮

মাসআলা-১৬৬ : দু'ঈদের নামাজে প্রথমে নামাজ এবং পরে খুতবা দেয়া সুন্নাত। ৭৮

মাসআলা-১৬৭ : দুঈদের নামাজে বারটি তাকবীর সুন্নাত। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর পড়া চাই। ৭৮

মাসআলা-১৬৮ : ঈদের নামাজের অধিক তাকবীরগুলোতে হাত উঠানো চাই। ৭৮

মাসআলা-১৬৯ : দুখুতবার মধ্যখানে খতীবের জন্য কিছুক্ষণ বসা মুস্তাহাব। ৭৯

মাসআলা-১৭০ : ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে কোনো সুন্নাত বা নফল নামাজ নেই। ৭৯

মাসআলা-১৭১ : ঈদের নামাজ দেরীতে পড়া ভাল নয়। ৭৯

মাসআলা-১৭২ : ঈদুল ফিতরের নামাজের ওয়াক্ত এশরাকের নামাজের সময় হয়। ৭৯

www.pathagar.com

মাসআলা-১৭৩ : ঈদুল ফিতরের নামাজ অপেক্ষা ঈদুল আযহার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরীতে পড়া সুন্নাত। ৮০

মাসআলা-১৭৪ : ঈদগাহে আসা যাওয়ার সময় বেশী বেশী তাকবীর বলা সুন্নাত। ৮০

মাসআলা-১৭৫ : মাসনূন তাকবীরের শব্দ নিম্নরূপ। ৮০

মাসআলা-১৭৬ : ঈদুল ফিতরের নামাজের পূর্বে এবং ঈদুল আযহার নামাজের পর কোনো কিছু খাওয়া সুন্নাত। ৮১

মাসআলা-১৭৭ : যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাহলে উভয় নামাজ পড়া উত্তম। কিন্তু ঈদের পর যদি জুমার স্থানে জোহরের নামাজ আদায় করা হয় তাও জায়েয। ৮১

মাসআলা-১৭৮ : মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেল না। পরে রোযাবস্থায় চাঁদের খবর পাওয়া গেল, তখন রোযা ভেঙ্গে দেয়া আবশ্যক। ৮১

মাসআলা-১৭৯ : যদি সূর্য ঢলার পূর্বে খবর পাওয়া যায় তখন সে দিনই ঈদের নামাজ পড়ে নিবে। আর যদি সূর্য ঢলার পরে খবর পাওয়া যায় তখন দ্বিতীয় দিন ঈদের নামাজ পড়বে। ৮১

মাসআলা-১৮০ : যদি কেউ ঈদের নামাজ না পায়, অথবা অসুখের কারণে ঈদগাহে আসতে না পারে, তখন সে একা একা দু'রাকাত আদায় করবে। ৮২

মাসআলা-১৮১ : গ্রামেও ঈদের নামাজ পড়া উচিত। ৮২

মাসআলা-১৮২ : স্বচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য কোরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ৮২

মাসআলা-১৮৩: কোরবানী করার নিয়মনীতি। ৮৩

মাসআলা-১৮৪ : এক বছর বয়সের দুম্বা কোরবানী করা

www.pathagar.com

	জায়েয।	৮৩
মাসআলা-১৮৫ :	গরু আর উটে সাতজন শরীক হয়ে কোরবানী করতে পারবে।	৮৩
মাসআলা-১৮৬ :	ঘরের দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া কোরবানী সকলের পক্ষ থেকে হয়ে যাবে।	৮৪
মাসআলা-১৮৭ :	ঈদুল আযহার নামাজের পূর্বে যদি কেউ জন্তু জবেহ করে ফেলে তাহলে তা কোরবানীতে গণ্য হবে না।	৮৪
মাসআলা-১৮৮ :	যে ব্যক্তি কোরবানী করবে সে যেন জিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে কোরবানী করা পর্যন্ত নখ ও চুল ইত্যাদি না কাটে।	৮৪
মাসআলা-১৮৯ :	কোরবানীর গোস্ত রেখে দেওয়া জায়েয।	৮৯
মাসআলা-১৯০ :	কোরবানীর পূর্বে কোরবানীর জন্তু দিয়ে কোনো কবর বা মাজার তাওয়াফ করানো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।	৮৫
মাসআলা-১৯১ :	ঈদের নামাজের পর কোলাকুলি করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।	৮৫
বিবিধ :	اَلْاَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ فِي الصَّوْمِ	
	রমযান সংক্রান্ত দুর্বল ও জাল হাদীস	৮৬
	কতিপয় আরো দুর্বল হাদী	৮৯

فَرْضِيَّةُ الصِّيَامِ
রোযা ফরজ হওয়ার বর্ণনা

মাসআলা-১ : রোযা ইসলামের মৌলিক ফরজগুলোর একটি।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ –

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। ১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, ২. নামাজ ক্বায়েম করা, ৩. যাকাত দেয়া, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ : تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ –

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, "আমাকে এমন একটি কাজের কথার বলে দিন যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করোও না, ফরজ নামাজ কায়েম কর, ফরজ যাকাত আদায় কর এবং রমযান মাসের রোযা রাখ। লোকটি বলল : "আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না।" যখন লোকটি ফিরে গেল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বেহেশতী লোক দেখা যার ইচ্ছা সে যেন এব্যক্তিকে দেখে।" (সহীহ আল বুখারী)

www.pathagar.com

فَضْلُ الصَّوْمِ
রোযার ফযীলত

মাসআলা-২ : রমযানুল মোবারক শুরু হওয়ার সাথে সাথে বেহেশতের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যখন রমযান মাস আসে বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়, আর শয়তানকে শিকলে বন্দী করা হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-৩ : রমযান মাসে ওমরা করার সাওয়াব হজ্জের সমান।

عَنْ عَطَاءٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِاِمْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ سَمَّاهَا اِبْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه مَا فَنَسِيْتُ اِسْمَهَا مَا مَنَعَكِ اِنْ تَحُجِّيْ مَعَنَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا اِلاَّ نَاضِحَانِ فَحَجَّ اَبُوْ وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلٰى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَاِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِىْ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.-

আতা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বণিত, তিনি বলেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বললেন, "আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল? মহিলা বলল, আমাদের পানি বহনকারী মাত্র দুটি উট ছিল। আমার ছেলের বাপ ও তাঁর ছেলে এর একটিতে চড়ে হজ্জ করেন এবং অপরটি আমাদের জন্য পানি বহনের উদ্দেশ্যে রেখে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "রমযান মাস আসলে তুমি ওমরা কর, কারণ এ মাসের ওমরা একটা হজ্জের সমান।" (মুসলিম)

www.pathagar.com

মাসআলা -৪ : রোযা কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِا لَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِىُّ. (صَحِيْحٌ) -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোযা এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে : "হে আমার প্রভু! আমি তাকে দিনে তার আহার ও প্রবৃত্তি থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন" এবং কুরআন বলবে "আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" (আহমদ, তাবরানী)

মাসআলা-৫ : রোযার প্রতিদান অগণিত–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةِ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ تَعَالٰى اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصِّيَامِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدًا اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানব সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের প্রতিদানকে দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা ব্যতীত। কেননা, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিফল দান করব। সে আমারই জন্য নিজ প্রবৃত্তি ও খানাপিনার জিনিস ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশতে নিজ প্রভুর সাক্ষাত লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক

www.pathagar.com

সুগন্ধময়। রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে : "আমি একজন রোযাদার।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-৬ : রোযাদারের জন্য বেহেশতে 'রায়্যান' নামে একটি বিশেষ দরজা বানানো হয়েছে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اِنَّ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُهُ اِلاَّ الصَّائِمُوْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

সাহাল ইবনে সাআ'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "বেহেশতের আটটি দরজা রয়েছে। এগুলোর একটির নাম 'রায়্যান'। এ দিয়ে শুধু রোযাদারই প্রবেশ করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-৭: রমযানের পূর্ণ মাসে প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তাআলা লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اِذَا كَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صُفِدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتِ الْاَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادٰى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ. وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. وَذٰلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهِ - (صَحِيْحٌ)

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান মাসের প্রথম রাত্র থেকেই শয়তান এবং দুষ্ট জ্বিনদেরকে বন্দী করে দেয়া হয়। জাহান্নামের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তার একটি দরজাও খোলা থাকে না। আর বেহেশতের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর এক ঘোষণাকারী ফেরেশতা ঘোষণা দিয়ে থাকেন, "হে পুণ্য তলবকারী! অগ্রসর হও, আর হে পাপ তলবকারী! পিছে হঠ। আর রমযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তাআলা লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।" (ইবনে মাজাহ)

www.pathagar.com

মাসআলা-৮ : প্রত্যেক দিন ইফতারের সময়ও আল্লাহ তাআলা লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ وَذٰلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ اِبْنِ مَاجَهِ. (صَحِيْحٌ) -

জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দিন ইফতারের সময় লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।" (ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-৯ : রমযান মাসে সিয়াম ও কিয়ামুল্লাইল আদায়কারী কেয়ামতের দিন সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে থাকবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيْ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ شَهِدْتُّ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ . وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ. وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَاَدَّيْتُ الزَّكَاةَ. وَصُمْتُ رَمَضَانَ. وَقَمْتُهُ فَمِمَّنْ اَنَا؟ قَالَ: مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَاِبْنُ مَاجَهِ وَاِبْنُ حِبَّانِ (صَحِيْحٌ) -

আমর ইবনে মুররাহ আল জুহানী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি এ সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, যাকাত দেই এবং রমযানে রোযা রাখি ও তার রাত্রিতে তারাবীহ পড়ি, তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত হব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সিদ্দীক ও শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত। (ইবনে হিব্বান)

www.pathagar.com

اَهَمِيَّةُ الصَّوْمِ
রোযার গুরুত্ব

মাসআলা-১০ : রমযান মোবারকের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি হতভাগ্য।

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ : رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهِ. (حَسَنٌ) -

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রমযান যখন এলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; "এই মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্র আছে যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর চিরবঞ্চিত ও হতভাগ্য ব্যতীত অন্য কেউ এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না।" (ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-১১ : রমযান পেয়েও যে ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণ অর্জন করতে পারেনি তার জন্য ধ্বংস।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَحْضِرُوا الْمِنْبَرَ فَاَحْضَرْنَا فَلَمَّا اِرْتَقٰى دَرَجَةً قَالَ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا اِرْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا اِرْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَرَضَ لِيْ بَعْدُ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْلَهُ قُلْتُ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعْدُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ (اٰمِيْنٌ) فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعْدُ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرَ عِنْدَهُ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ (اٰمِيْنٌ). رَوَاهُ الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ. (صَحِيْحٌ) -

www.pathagar.com

কাআব' ইবনে উজরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এদেরকে বললেন, 'মিম্বরের নিকট আসো, আমরা মিম্বরের নিকট আসলাম। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম সিঁড়িতে চড়লেন বললেন, আমীন। অত:পর দ্বিতীয় সিঁড়িতে যখন চড়লেন, তখনও বললেন, আমীন। তারপর তৃতীয় সিঁড়িতে চড়ার পরও 'আমীন' বললেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নিচে অবতরণ করলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কথা শুনেছি যা এর পূর্বে কখনো শুনিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান মাস পেয়েও নিজের পাপ মোচন করতে পারেনি।" আমি তাঁর উত্তরে বললাম আমীন। আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে চড়লাম, তখন জিবরাঈল বলল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করল না। আমি তাঁর উত্তরে বললাম, আমীন। তারপর আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে চড়লাম, জিবরাঈল বলল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে আপন পিতা-মাতা বা তাঁদের কোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করে বেহেশত অর্জন করতে পারে নি। আমি এর উত্তরেও বললাম, আমীন। (হাকীম)

মাসআলা-১২ : রোযা তরককারীদের শিক্ষণীয় পরিণতি।

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اَتَانِيْ رَجُلَانِ فَاَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَاَتَيَابِيْ جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا اصْعَدْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لَا اُطِيْقُهُ فَقَالَا اِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِيْ سَوَاءِ الْجَبَلِ اِذَا بِاَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ قُلْتُ مَا هٰذِهِ الْاَصْوَاتُ؟ قَالُوْا هٰذَا عَوَاءُ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ فَاِذَا اَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ مُشَقَّقَةً اَشْدَاقِهِمْ تَسِيْلُ اَشْدَاقِهِمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (صَحِيْحٌ)

আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আমি নিদ্রাবস্থায় ছিলাম আমার কাছে দুইজন লোক আসল, তাঁরা আমার বাহু ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের কাছে নিয়ে আসল এবং আমাকে

www.pathagar.com

বলল, এ পাহাড়ে চড়েন। আমি বললাম, আমি চড়তে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনার জন্য সহজ করে দেব। অত:পর আমি পাহাড়ে চড়লাম এবং একেবারে চূড়ায় পৌছে গেলাম সেখানে আমি চিৎকারের শব্দ শুনলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই চিৎকারের শব্দগুলো কী? তারা বলল, এসব জাহান্নামবাসীদের চিৎকারের শব্দ। অত:পর তারা আমাকে নিয়ে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হলেন, তথায় আমি দেখলাম কতগুলো লোকজনকে উল্টো দিকে লটকানো হয়েছে এবং তাদের মুখমণ্ডল চিরে দেয়া হয়েছে তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? উত্তর দিলেন, এরা সে লোকজন যারা সময়ের পূর্বে রোযার ইফতার করে ফেলত। (ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান)

اَلصِّيَامُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে রোযা

মাসআলা-১৩ : রোযা ইসলামের পাঁচ ফরজের মধ্যে এক ফরজ।

মাসআলা-১৪ : রোযা পূর্বের উম্মতের ওপরও ফরজ ছিল।

মাসাআলা-১৫ : রোযার উদ্দেশ্য হলো গুনাহ থেকে বাঁচা এবং পুণ্যের ওপর চলার শিক্ষা দেয়া।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো।" (সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৮৩)

মাসআলা-১৬ : প্রত্যেক মুসলমান যে রমযান মাস পায় তার ওপর পূর্ণ এক মাস রোযা পালন ফরজ।

মাসআলা-১৭ : মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু রমযানের পরে ছেড়ে দেয়া রোযাগুলোর কাজা আদায় করতে হবে।

মাসআলা-১৮ : মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিকে রোযা ছেড়ে দেয়ার জন্য কোনো কাফফারা আদায় করতে হবে না।

মাসআলা-১৯ : রমযানের মাস আল্লাহ তাআলার বিশেষ ইবাদত ও প্রশংসাবাদের মাস।

www.pathagar.com

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

রমযান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুণ আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"

(সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৮৫)

মাসআলা-২০ : রমযান মাসে রাত্রে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয।

মাসআলা-২১ : ইফতারের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত সময়টুকু রোযা পালনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাসআলা-২২ : এতেকাফের সময় রাত্রে স্ত্রী সহবাস করা নিষেধ।

اُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ اِلٰی نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْاَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّیَامَ اِلَی الَّیْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِی الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ اٰیٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُوْنَ

"রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি

www.pathagar.com

তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অত:পর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অত:পর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশবে না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, এমনিভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা বাঁচতে পারে।" (সূরা আল বাক্বারা: আয়াত-১৮৭)

رُؤْيَةُ الْهِلَالِ

চাঁদ দেখার মাসায়েল

মাসআলা-২৩ : রমযানুল মোবারকের চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা চাই।

মাসআলা-২৪ : শাবান মাসের শেষে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা উচিত। আর যদি রমযানের শেষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা চাই।

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে রোযা রাখবে না এবং যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে রোযা খোল না, যদি চাঁদ তোমাদের কাছে গোপন থাকে তাহলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।"

(বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-২৫ : এক মুসলমানের সাক্ষীর ওপর রোযা শুরু করা যেতে পারে।

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: تَرَاى النَّاسُ الْهِلَالَ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِنِّيْ رَاَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ. (صَحِيْحٌ) -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "লোকেরা চাঁদ দেখেছে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, আমিও চাঁদ দেখেছি, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও রোযা রাখলেন এবং লোকজনকেও রোযা রাখার আদেশ দিলেন।"

(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

মাসআলা-২৬ : রমযান মাসের প্রথম তারিখের চাঁদ আপাত দৃষ্টিতে ছোট-বড় হওয়াতে কোনো রকমের সন্দেহে পতিত হওয়া উচিত নয়।

عَنْ اَبِي الْبُخْتَرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَااَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ اِبْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ اِبْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِيْنَا اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا فَقُلْنَا اَنَا رَاَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ اِبْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ اَيُّ لَيْلَةٍ رَاَيْتُمُوْهُ قَالَ قُلْنَا لَيْلَةٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اِنَ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَاَيْتُمُوْهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.-

আবুল বুখারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমরা ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম, যখন 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হলাম তখন আমাবস্যার (নতুন) চাঁদ দেখতে পেলাম। এ সময় কেউ বলতে লাগলেন, এতো তিন তারিখের চাঁদ। আবার কেউ বললেন, এতো দুই তারিখের চাঁদ। তারপর আমরা ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু–এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম আমরা তো চাঁদ দেখেছি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বলছেন, এটি তৃতীয় রাত্রির চাঁদ। আবার কেউ কেউ বললেন, এটি দ্বিতীয় রাত্রির চাঁদ। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোনো রাত্রে চাঁদ দেখেছ? আমরা বললাম, অমুক রাত্রে। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ একে বর্ধিত করে দিয়েছেন, মূলত: এটি ঐ রাত্রিরই চাঁদ যে রাত্রে তোমরা দেখেছ।" (মুসলিম)

মাসআলা-২৭ : নতুন চাঁদ দেখলে এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنْ طَلْحَةَ بِنْ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. –(صَحِيْحٌ)

তালহা ইবনে উবায়দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চাঁদ দেখতেন তখন এই দোয়া পড়তেন, "আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আ'লাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াসসালামাতি ওয়াল ইসলামি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লআহু।" (তিরমিযী)

www.pathagar.com

মাসআলা-২৮ : চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করার ব্যাপারে উপস্থিত এলাকা বা দেশের খেয়াল করতে হবে।

মাসআলা-২৯ : রমযান মাসে একদেশ থেকে অন্য দেশে সফর করার পর যদি মুসাফিরের রোযার সংখ্যা উপস্থিত এলাকায় রমযান মাসের রোযার সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে বৃদ্ধি রোযাগুলো ছেড়ে দিবে অথবা নফলের নিয়ত করে রাখবে। আর যদি সংখ্যা কম হয়, তাহলে অপূর্ণ রোযাগুলো ঈদের পর পূর্ণ করে দিবে।

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اِنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. فَقَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ. فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَىَّ رَمَضَانَ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِىْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتٰى رَاَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَنْتَ رَاَيْتَهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ وَرَاهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لٰكِنَّا رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰى نُكْمِلَ ثَلَاثِيْنَ اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَفَلَا نَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ لَا هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ -

কুরাইব (রহ) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফযল বিনতে হারিছ তাঁকে সিরিয়ায় মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট পাঠালেন। (কুরাইব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তাঁর প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে নিলাম। আমি সিরিয়া থাকা অবস্থায়ই রমযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমার দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনায় ফিরলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোনো দিন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুমার দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও সওম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি

www.pathagar.com

বললাম, মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চাঁদ দেখা এবং তার সওম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? তিনি বললেন, না যথেষ্ট নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।" (মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

মাসআলা-৩০ : মেঘের কারণে যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় এবং রোযা রাখার পর জানা যায় যে, চাঁদ দেখা গেছে, তখন রোযা খুলে ফেলতে হবে।

عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالُوْا: غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَخْبَرَ النَّاسِ اَنْ يُّفْطِرُوْا مِنْ يَوْمِهِمْ وَاَنْ يَّخْرُجُوْا لِعِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.-

আবু উমাইর ইবনে আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিনি তার আপন এক আনসারী চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেছেন, "মেঘের কারণে আমরা শাওয়ালের চাঁদ দেখিনি বলে রোযা রেখেছিলাম। পরে দিনের শেষ ভাগে একটি কাফেলা আসল। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে রাত্রে চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষী দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে সে দিনের রোযা ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং তার পরের দিন সকালে ঈদের নামাজে আসতে বললেন।" (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

হাদীসের জন্য 'ঈদের নামাজের মাসায়েল' অধ্যায়ে মাসআলা নং-১৭৭ দ্রষ্টব্য।

اَلنِّيَّةُ

নিয়তের মাসায়েল

মাসআলা-৩১ : সকল কর্মের প্রতিদান ও সাওয়াব নিয়তের ওপর নির্ভর করে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ اِلَى امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, সব কাজই নিয়ত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোনো মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।" (বুখারী)

www.pathagar.com

মাসআলা-৩২ : লোক দেখানো উদ্দেশ্যে রোযা রাখা শিরক।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ - (حَسَنٌ)

শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ল, সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে রোযা পালন করল, সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে সদকা করল, সেও শিরক করল।" (মুসনাদে আহমদ)

মাসআলা-৩৩ : রোযার নিয়ত হৃদয়ের ইচ্ছায় হয়ে যায়। প্রচলিত শব্দ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ [বিসাওমি গাদিন নাওয়াইতু] বলা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-৩৪ : ফরজ রোযার নিয়ত ফজরের পূর্বে করা জরুরি।

عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ. (صَحِيْحٌ)-

হাফছা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত করবে না তার রোযা হবে না।" [আবু দাউদ, তিরমিযী]

মাসআলা-৩৫ : নফল রোযার নিয়ত দিনে সূর্য ঢলার পূর্বে যে কোনো সময়ে করা যেতে পারে।

মাসআলা-৩৬ : নফল রোযা যে কোনো সময় যে কোনো কারণে ভাঙ্গা যেতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضي الله عنها قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْئٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَاِنِّىْ اِذَنْ صَائِمٌ اَتَانَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ اَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ اَصْبَحْتُ صَائِمًا فَاَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার নিকট (খাওয়ার মতো) কোনো কিছু আছে কি?

www.pathagar.com

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি। এরপর আরেক দিন তিনি আমাদের কাছে এলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য হায়স [ঘি এবং পনির মিশ্রিত খেজুর] হাদিয়া পাঠানো হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তা আমাকে দেখাও ,আমার তো ভোর হয়েছে রোযাবস্থায়। তারপর তিনি তা আহার করলেন।" (মুসলিম)

اَلسُّحُوْرُ وَالْاِفْطَارُ

সাহরী ও ইফতারের মাসায়েল

মাসআলা-৩৭ : সাহরী খাওয়ায় বরকত রয়েছে।

মাসআলা-৩৮ : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর জেনে শুনে সাহরী ছাড়বে না।

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সাহরী খাও কেননা সাহরীতে বরকত আছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-৩৯ : রমযানে ফজরের আযানের পূর্বে সাহরীর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها اَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتّٰى يَطْلَعَ الْفَجْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. -

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বেলাল রাত্রি থাকতে আযান দেয়। তাই রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা খানা-পিনা করতে থাক যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়। কেননা সে ফজর না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না।" (বুখারী)

মাসআলা-৪০ : ইফতার তাড়াতাড়ি ও সাহরী দেরীতে খাওয়া নবীগণের তরীকা।

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مِنْ اَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ تَعْجِيْلُ الْاِفْطَارِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ. (صَحِيْحٌ)-

www.pathagar.com

আবুদ্দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তিনটি বিষয় নবীগণের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। ১. তাড়াতাড়ি ইফতার করা ২. সাহরী দেরীতে খাওয়া ৩. নামাজ অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের উপর বাঁধা।"

(ত্বাবরানী)।

মাসআলা-৪১ : সাহরী খেতে খেতে আযান হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ খানা না ছেড়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়া দরকার।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَاسَمِعَ النِّدَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِنَاءُ فِىْ يَدِهٖ فَلَا يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ. (صَحِيْحٌ)

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ আযান শুনে আর খাওয়ার বাসন তার হাতে থাকে তখন সে তা রেখে না দেয় যতক্ষণ না তা থেকে আপন আবশ্যক পূর্ণ করে।" (আবু দাউদ)

মাসআল-৪২ : রোযার ইফতারের জন্য সূর্যাস্ত যাওয়া শর্ত।

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন রাত্রি আগমন করে আর সূর্যাস্ত হয়ে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

বি:দ্র: সফরকালীন জাহাজে সাওয়ার হওয়ার সময় ইফতারের সময় ১৫ মিনিট বাকী ছিল, কিন্তু জাহাজ উদ্দিষ্ট উর্ধ্বগমনের পর ১ ঘণ্টা পরে সূর্য অস্ত গেল। তখন রোযাদারকে এক ঘন্টা পরেই ইফতার করতে হবে। এমনিভাবে সাহরীর সময়কেও উপস্থিত স্থানের খেয়াল করে ঠিক করতে হবে।

মাসআলা-৪৩ : তাজা খেজুর, শুকনো খেজুর অথবা পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত।

মাসআলা-৪৪ : লবণ দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ عَلٰى رُطَبَاتٍ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمَيْرَاتٍ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ دَاوٗدَ. وَالتِّرْمِذِىُّ. (حَسَنٌ) -

www.pathagar.com

আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাজের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত শুকনো খেজুর দ্বারা করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক কোশ পানি পান করতেন।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

মাসআলা : ৪৫ : রোযাদার ইফতারের সময় নিম্নের দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ. (حَسَنٌ) -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোযার ইফতার করতেন, তখন এই দোয়া পড়তেন, 'যাহাবায যোয়ামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতল আজরু ইনশাআল্লাহ' অর্থাৎ তৃষ্ণা দূর হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং আল্লাহ চান তো সাওয়াব নির্ধারিত হলো।" (আবু দাউদ)

মাসআলা-৪৬ : রোযাদারকে ইফতার করালে রোযাদারের সমান সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهٖ غَيْرَ اَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صَحِيْحٌ) -

যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমান সাওয়াব পাবে এবং রোযাদারের সাওয়াবও কোনো ক্ষেত্রে কম করা হবে না।" (তিরমিযী)

মাসআলা-৪৭ : যে ব্যক্তি ইফতার করাবে তার জন্য দোয়া করা উচিত।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ: اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ (صَحِيْحٌ) -

আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো কাছে ইফতার করতেন তখন এই দোয়া পড়তেন, "আফত্বারা ইনদাকুমুসসায়িমুন ওয়া আকালা ত্বায়ামাকুমুল আবরারু ওয়া তানাযযালাত আলাইকুমুল মালায়িকাতু।" (আহমদ)

www.pathagar.com

صَلاَةُ التَّرَاوِيْحِ
তারাবীর নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪৮ : তারাবীর নামাজ পূর্বের সকল সাগীরা গুনাহের জন্য ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ –

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের নিয়তে রমযানে কিয়াম তথা তারাবী পড়বে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (বুখারী)

মাসআলা-৪৯ : রমযান শরীফে তারাবী বা কিয়ামে রমযান অন্য মাসসমূহে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামে লায়লের অন্য নাম।

মাসআলা-৫০ : রমযান ব্যতীত অন্য মাসে তাহাজ্জুদের নামাজ অপেক্ষা রমযান মাসে তারাবীর তাগিদ ও গুরুত্ব অনেক বেশী।

মাসআলা-৫১ : তারাবীর নামাজ সুন্নাত হিসেবে আট রাকাত। সুন্নাত বিনে রাকাতের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। যার যা ইচ্ছা পড়তে পারবে।

عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهٖ عَلٰى اَحَدَ عَشَرَةَ رَكْعَةِ. يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. –

আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান শরীফের রাত্রের নামাজ কী রকম পড়তেন? আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উত্তরে বললেন, "রমযান এবং রমযান ব্যতীত উভয় সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের নামাজ এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিলম্ব করে চার রাকাত পড়তেন। পরে একই নিয়মে আর চার রাকাত পড়তেন। আর তিন রাকাত বিতরের নামাজ পড়তেন।" (বুখারী)

www.pathagar.com

মাসআলা-৫২ : তারাবীর নামাজের সময় এশা থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত ।
মাসআলা-৫৩ : তারাবীর নামাজ দুই দুই রাকাত পড়া ভালো ।
মাসআলা-৫৪ : বিতর এক রাকাত পড়া সুন্নাত ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশা এবং ফজরের নামাজের মধ্যকার সময়ে এগারো রাকাত নামাজ পড়তেন। প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন অত:পর এক রাকাত বিতর পড়তেন।"(বুখারী, মুসলিম)

মাসআলা-৫৫ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে মাত্র তিন দিন জামায়াতের সাথে তারাবীর নামাজ পড়েছেন ।

মাসআলা-৫৬ : মহিলারা মসজিদে গিয়ে তারাবীর নামাজ আদায় করতে পারবে ।

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ هٰذِهِ؟ فَقَالَ اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ فَصَلّٰى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ السُّحُوْرُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (صَحِيْحٌ) -

আবু বকর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে রোযা রেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তারাবীর নামাজ পড়ালেন না, এমনকি রমযানের আর সাত দিন বাকি ছিল অর্থাৎ তেইশ তারিখ পর্যন্ত। তারপর তেইশ তারিখ রাত্রে আমাদেরকে তারাবীর নামাজ পড়ালেন তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত। চব্বিশ তারিখ পড়ালেন না। পঁচিশ তারিখ রাত্রে অর্ধ রাত পর্যন্ত তারাবী পড়ালেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কতইনা ভালো হতো, যদি আপনি

www.pathagar.com

আমাদেরকে সারারাত নামাজ পড়াতেন। নবী করীম ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি ইমাম মসজিদ থেকে চলে আসা পর্যন্ত ইমামের সাথে জামায়াতে নামাজ পড়েছে সে সারা রাত ইবাদত করার সাওয়াব পাবে। এরপর যখন সাতাশ তারিখ হয়ে গেছে তখন আবার নামাজ পড়ালেন, এবার পরিবারবর্গ এবং মহিলাদেরকেও আহ্বান করলেন এবং সুবহে সাদেক পর্যন্ত নামাজ পড়ালেন।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-৫৭ : এক, তিন অথবা পাঁচ রাকাত বিতর পড়াও সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَهِ. (صَحِيْحٌ) -

আবু আইয়ুব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বিতরের নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। তবে যার ইচ্ছা পাঁচ রাকায়াত, যার ইচ্ছা তিন রাকায়াত এবং যার ইচ্ছা এক রাকায়াতও পড়তে পারবে। (আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা)

মাসআলা-৫৮ : এক তাশাহহুদ এবং এক সালামে তিন রাকাত বিতর সুন্নাত।

মাসআলা-৫৯ : বিতরের প্রথম রাকাতে সূরা 'আলা' দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা 'এখলাছ' পড়া সুন্নাত।

وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضى الله عنه اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ. (صَحِيْحٌ)-

উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম ﷺ বিতরের প্রথম রাকাতে সূরা 'আলা' দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা আল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকায়াতে সূরা 'এখলাছ' পড়তেন। আর শেষ রাকায়াতেই সালাম ফিরাতেন।" (নাসাঈ)

মাসআলা-৬০ : মাগরিবের নামাজের মতো দুই তাশাহহুদ এবং এক সালামে তিন রাকায়াত বিতর পড়া ঠিক নয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَا تُوْتِرُوْا بِثَلَاثٍ اَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ. رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىُ. (صَحِيْحٌ) -

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তিন রাকাত বিতর পড় না, বরং পাঁচ রাকাত বা সাত রাকাত পড়। আর মাগরিবের নামাজের মতো পড় না।" (দারা কুতনী।)

মাসআলা-৬১ : বিতরের নামাজে দোয়া কূনুত রুকুর পূর্বে ও পরে উভয় নিয়মে পড়া জায়েয।

سُئِلَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهِ. صَحِيْحٌ -

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে কূনুত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর পর কূনুত পড়তেন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: 'রুকুর আগে ও পরে উভয় নিয়মেই পড়তেন।" (ইবনে মাজা)

মাসআলা-৬২ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বিতরের নামাজে পড়ার জন্য যে দোয়া কূনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন তা হলো এই-

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ: اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهِ وَالدَّارِمِيُّ. (صَحِيْحٌ)-

হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিতরের নামাজে পড়ার জন্য এ দোয়া কূনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন, 'আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া আ'ফিনী ফীমান আ'ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বারিক লী ফীমা আ'তাইতা, ওয়া কিনী শাররা মা কাদাইতা, ফাইন্নাকা তাকদী ওয়ালা য়ুকদা আলাইকা, ইন্নাহু লা য়াযিলু মান ওয়ালাইতা ওয়া লা য়াযিয়ুন মান আদাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তাআলাইতা, " (নাসাঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী)

www.pathagar.com

মাসআলা-৬৩ : দ্বিতীয় মাসনুন দোয়া কুনুত হলো এই-

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّهٗ قَنَتَ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُكَ. وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. (صَحِيْحٌ) (اِرْوَاءُ الْغَلِيْلِ: ٢\١٦٣)—

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি এই দোয়া কূনুত পড়তেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহুম্মা ইন্না নাস তাঈনুকা, ওয়া নাসতাহদীকা, ওয়া নাসতাগফিরুকা, ওয়া নাতুবু ইলাইকা, ওয়া নূমিনুবিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা, ওয়া নুছনি আলাইকাল খায়রা কুল্লাহু, ওয়ানাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মান য়াফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানাবুদু ওয়ালাকা নুসাল্লি ওয়ানাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাসআ ওয়া নাহফিদু, ওয়ানারজু, রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকাল জিদ্দা বিল কুফফারি মুলহিক ।"(তাহাবী, ইরউয়াউল গালীল ২/১৬৩)

মাসআলা-৬৪ : তিন রাতের কম সময়ে কুরআন খতম করা অপছন্দনীয় ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَا الْقُرْاٰنَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ. (صَحِيْحٌ) –

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিন রাতের কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করেছে সে কুরআন বুঝেনি ।" (আবু দাউদ)

মাসআলা-৬৫ : একই রাতে কুরআন খতম করা সুন্নাতের খেলাফ ।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَا اَعْلَمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَا الْقُرْاٰنَ كُلَّهٗ لَيْلَةً وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ–

www.pathagar.com

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই রাতে সম্পূর্ন কুরআন খতম করেছেন বা কোনো রাতে ফজর পর্যন্ত সারা রাত ইবাদত করেছেন বা রমযান ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পুরা মাস রোযা রেখেছেন বলে আমার জানা নেই।" (আহমদ, আবু দাউদ, মুসলিম)

মাসআলা-৬৬ : তেলাওয়াতে সিজদায় এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. (صَحِيْحٌ)

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সময় যখন সেজদা করতেন তখন বলতেন, "সাজদা ওয়াজহী লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাছারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

মাসআলা-৬৭ : ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজসমূহে দেখে দেখে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয।

كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمَصْحَفِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর গোলাম যকওয়ান কুরআন মাজীদ দেখে দেখে পড়ে তাঁর ইমামতি করতেন।" (বুখারী, তা'লীক)

মাসআলা-৬৮ : নফল ইবাদতে যতক্ষণ উদ্যম ও আগ্রহ থাকবে ততক্ষণ ইবাদত করবে, যখন কষ্ট বা ক্লান্তি অনুভব হবে তখন ছেড়ে দেয়া উচিত।

মাসআলা-৬৯ : ইবাদতসমূহে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ভালো।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهٗ وَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের যে কেউ তার উদ্যম ও স্ফূর্তি পরিমাণ সালাত আদায় করবে, যখন দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করবে তখন বসে পড়বে।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خُذُوْا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللهَ لَا يَمِلُّ حَتّٰى تَمِلُّوْا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

www.pathagar.com

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে ভালো কাজ কর, কারণ আল্লাহ তায়ালা সাওয়াব দিতে কখনো ক্লান্ত হন না বরং তোমরাই আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হইও না। যে সারা রাত জেগে ইবাদত করত, পরে তা পরিত্যাগ করেছে। (মুসলিম শরীফ)

رُخْصَةُ الصَّوْمِ

রোযা না রাখার অনুমতির মাসায়েল

মাসআলা-৭০ : সফরে রোযা রাখা এবং ছাড়া উভয়ই জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اِنَّ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِ الْاَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ االصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. –

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হামযা ইবনে আমর আসলামী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি সফরে রোযা রাখব? তিনি বেশি বেশি রোযা রাখতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি চাও রাখতে পারো, আর যদি চাও নাও রাখতে পারো।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ عَشَرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَفَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمِ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ –

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রমযানের ষোল দিন অতিবাহিত হবার পর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ সময়ে আমাদের কেউ সিয়াম পালন করছিলেন আবার কেউ তা

www.pathagar.com

ছেড়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এতে সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে কোনো দোষারোপ করেনি এবং সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে কোনো প্রকার দোষারোপ করে নি।" (মুসলিম)

মাসআলা-৭১ : ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলা হায়েয ও নেফাস অবস্থায় রোযা রাখবে না। বরং পরে কাজা আদায় করবে।

মাসআলা-৭২ : স্তন্যদানকারিণী ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্য রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে। তবে পরে কাজা আদায় করতে হবে।

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ﷺ قَالَ: اَلَیْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ. فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِیْنِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ -

আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এরূপ নয় কি, যখন মহিলা ঋতুবতী হয় তখন সে নামাজ-রোযা কিছুই করতে পারে না? এই হচ্ছে তাঁদের জন্য ধর্মের বিষয়ে অসম্পূর্ণতা।" (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِیِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِیُّ وَالتِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَهْ (حَسَنٌ) (۴)

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা মুসাফির থেকে অর্ধেক নামাজ এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিণী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক থেকে রোযা উঠিয়ে দিয়েছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

قَالَ اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ السُّنَنَ وَوُجُوْهُ الْحَقِّ لَتَاْتِیْ كَثِیْرًا عَلٰی خِلَافِ الرَّاْیِ فَلَا یَجِدُ الْمُسْلِمُوْنَ بُدًّا مِنْ اَتْبَاعِهَا مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِی الصِّیَامَ وَلَا تَقْضِی الصَّلَاةَ رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ. -

আবুযযিনাদ (রহ) বলেন, "সুন্নাতসমূহ এবং শরীয়তের বিধি-বিধান অনেক সময় যুক্তি বিবর্জিত হয়। কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা বজায় রাখা অনিবার্য হয়ে যায়। এরূপ বিধিবিধানের একটি হলো ঋতুবতী মহিলারা রোযার কাজা আদায় করবে। কিন্তু নামাজের কাজা আদায় করবে না।" (বুখারী)

মাসআলা-৭৩ : সফর অথবা জিহাদে কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে রোযা না রাখা জায়েয। আর যদি রেখে থাকে তাহলে ভাঙ্গাও যেতে পারে। এর জন্য পরে শুধু কাজা দিতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না।

www.pathagar.com

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ. اَفْطَرَ. فَاَفْطَرَ النَّاسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফত্হে মক্কার সময় প্রথম অবস্থায় রোযাদার ছিলেন। যখন 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন ইফতার করে ফেললেন, পরে অন্য লোকেরাও ইফতার করলেন।" (বুখারী)

মাসআলা-৭৪ : বার্ধক্য অথবা এমন কোনো পীড়া যা শেষ হওয়ার আশা করা যায় না এর কারণে রোযা না রেখে ফিদয়া আদায় করা যেতে পারে। এক রোযার ফিদয়া হচ্ছে যে কোনো ফকির মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়ানো।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: رَخَّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ اَنْ يُّفْطِرَ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ. (صَحِيْحٌ)-

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "বৃদ্ধের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু সে প্রত্যেক রোযার বদলে এক মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়াবে এবং তাঁর ওপর কোনো কাজা নেই।" (দারা কুতনী ও হাকেম)

মাসআলা-৭৫ : যে সকল বিষয়ে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে যথা-অসুখ, ভ্রমণ, বার্ধক্য, জিহাদ আর মহিলাদের ব্যাপারে গর্ভ, স্তন্যদান ইত্যাদি কারণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি মনের আবেগে রোযা রাখে। কিন্তু তা পূর্ণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা ভালো। এমতাবস্থায় সে পরে শুধু কাজা আদায় করবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ سَفَرٍ فَرَاٰى زُحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا؟ فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকালে একদা লোকজনের সমাগম দেখলেন, তাঁরা সবাই এক ব্যক্তির ওপর ছায়া করে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো? লোকজন বললেন, একজন রোযাদার। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সফররত অবস্থায় রোযা পালন নেকীর কাজ নয়।" (বুখারী)

www.pathagar.com

صِيَامُ الْقَضَاءِ
কাজা রোযার মাসায়েল

মাসআলা-৭৬ : ফরজ রোযাসমূহের কাজা আগামী রমযানের পূর্বে যে কোনো সময়ে আদায় করা যায়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَكُوْنُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِيَ اِلاَّ فِيْ شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমার ওপর রমযানের রোযা বাকি থাকত, আর আমি শাবানের পূর্বে কাজা আদায় করার সুযোগ পেতাম না।"
(বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-৭৭ : ফরজ রোযার কাজা একসাথে লাগাতার অথবা পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা যায়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ فَسُقِطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ. رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ فَقَالَ اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. -

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রোযা সম্পর্কে প্রথমে এই বিধান ছিল যে, কাজা রোযাসমূহ অন্য মাসে লাগাতার রাখতে হবে। পরে লাগাতার রাখার কথাটা রহিত হয়ে গেছে।" (দারাকুতনী)

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا بَأْسَ اَنْ يُّفَرِّقَ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "পৃথক পৃথকভাবে রোযা রাখলে কোনো অসুবিধা হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "অন্যদিনে সংখ্যাটুকু পূর্ণ করবে।" (বুখারী)

মাসআলা-৭৮ : মৃত ব্যক্তির কাজা রোযা ওয়ারিশগণ আদায় করে দেবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.pathagar.com

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি মারা গেলে আর তার ওপর ফরজ রোযা বাকি থাকলে তখন তার ওয়ারিশগণ কাজা আদায় করে দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-৭৯ : নফল রোযাসমূহের কাজা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

عَنْ اُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ. فَتَحَ مَكَّةَ_ جَاءَتْ فَاطِمَةُ. فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِيْنِهِ. قَالَ فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ. فَشَرِبَ مِنْهُ. فَقَالَهَا اَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ اِنْ كَانَ تَطَوُّعًا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ. (صَحِيْحٌ)-

উম্মে হানী রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "যখন মক্কা বিজয়ের দিন হলো ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাম দিকে বসলেন আর উম্মেহানী ডান দিকে। এ সময় একটি বালিকা একটি পাত্র নিয়ে আসল যাতে পানীয় ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে কিছু পান করে উম্মেহানীকে দিলেন। উম্মেহানী তা থেকে কিছু পান করলেন, তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পান করলাম অথচ আমি রোযা রেখেছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো কাজা রেখেছিলে কি? তিনি বললেন, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ক্ষতি হবে না যদি নফল রোযা হয়।" (আবু দাউদ)

মাসআলা-৮০ : যদি কেউ মেঘের কারণে সময়ের পূর্বে রোযার ইফতার করে ফেলে কিন্তু পরে জানতে পারল যে, সূর্য তখন ডুবে নি। এমতাবস্থায় কাজা আদায় করতে হবে। এমনিভাবে সাহরীর সময় খানা খেয়ে ফেলল কিন্তু পরে জানতে পারল যে তখন সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তখনও কাজা আদায় করা ওয়াজেব।

عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: اَفْطَرْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمٍ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قُلْتُ لِهِشَامٍ: اَمَرُوْا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: فَلَابُدَّ مِنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهٍ وَالْبُخَارِيُّ. (صَحِيْحٌ)-

আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামানায় একদিন আমরা মেঘের কারণে রোযার ইফতার করেছি, কিন্তু পরে সূর্য দেখা গেছে। [সাহাবীদের রাবী বলেন] আমি হিশামের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষদের কি কাজার আদেশ দেয়া হয়েছিল? হিশাম বলল, কাজা ব্যতীত অন্য কোনো পন্থাও তো ছিল না।" (ইবনে মাজাহ, বুখারী)

www.pathagar.com

اَلْحَالَاتُ الَّتِيْ لَا يُكْرَهُ فِيْهَا الصَّوْمُ

যে সকল কারণে রোযা মাকরূহ হয় না

মাসআলা-৮১ : ভুলে কিছু খেলে অথবা পান করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا نَسِيَ فَاَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. -

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি ভুলে কিছু খায় অথবা পান করে তখন সে রোযা পূর্ণ করবে, কারণ তাকে আল্লাহ তায়ালাই খাওয়ালেন এবং পান করালেন।" (বুখারী)

মাসআলা-৮২ : মিসওয়াক করলে রোযা মাকরূহ হয় না।

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا اُحْصِيْ اَوْ اَعُدُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. -

আমির ইবনে রাবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রোযা অবস্থায় অসংখ্য বার মিসওয়াক করতে দেখেছি।" (বুখারী)

মাসআলা-৮৩ : গরমের তীব্রতার কারণে রোযাদার মাথায় পানি দিতে পারবে। এর দ্বারা রোযা মাকরূহ হবে না।

عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلٰى رَاْسِهٖ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ. -

আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান (রহ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের একজন বলেছেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি রোযাবস্থায় গরমের প্রখরতার কারণে মাথায় পানি ঢালছেন।" (আবু দাউদ)

মাসআলা-৮৪ : রোযাবস্থায় 'মজী' বের হলে অথবা স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না।

www.pathagar.com

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرَمَةُ رضي الله عنه الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং ইকরামা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "কোনো বস্তু শরীরে প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গে। শরীর থেকে কিছু বের হলে রোযা ভাঙ্গে না।" (বুখারী)

মাসআলা-৮৫ : মাথায় তৈল ব্যবহার করলে, চিরুনী করলে অথবা চোখে সুরমা ব্যবহার করলে রোযা মাকরূহ হয় না।

মাসআলা-৮৬ : ডেকচি-হাড়ির স্বাদ পরীক্ষা করলে, থুথু গিলে ফেললে অথবা মাছি গলায় চলে গেলে রোযা মাকরূহ হয় না।

মাসআলা-৮৭ : রোযাদার গরমের প্রখরতার কারণে কাপড় পানিতে ভিজিয়ে তা শরীরে রাখতে পারবে। এর দ্বারা রোযা মাকরূহ হবে না।

(١) قَالَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه اِذَا كَانَ صَوْمُ اَحَدِكُمْ فَلْيَصْبَحْ دَهِيْنًا مُتَرَجِّلًا. –

(٢) قَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالسُّعُوْطِ لِلصَّائِمِ اِنْ لَمْ يَصِلْ اِلٰى حَلْقِهٖ وَيَكْتَحِلُ –

(٣) قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه لَا بَأْسَ اَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ اَوِ الشَّيْئَ–

(٤) قَالَ عُطَاءَ وَقَتَادَةَ يَبْتَلِعُ رِيْقَهُ (٤)

(٥) قَالَ الْحَسَنُ اِنْ دَخَلَ خَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ (٥)

(٦) بَلَّ اِبْنُ عُمَرَ رضي الله عنه ثَوْبًا فَاَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٦)

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখবে, তাকে তৈল ব্যবহার এবং চিরুনী ব্যবহার করা দরকার।"

২. হাসান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "রোযাদারের জন্য নাকে ঔষধ ব্যবহার ক্ষতিকর নয়, তবে শর্ত হলো গলায় না পৌঁছতে হবে।

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : রোযাদার ডেগচি ও হাঁড়ির স্বাদ পরীক্ষা করলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না।"

৪. আতা এবং কাতাদাহ (রহ) বলেন : "রোযাদার নিজের থুথু গিলে খেতে পারবে।"

৫. হাসান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: "যদি মাছি রোযাদারের গলায় চলে যায়, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না।

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রোযাবস্থায় কাপড় ভিজিয়ে তা শরীরে রাখতেন।

www.pathagar.com

মাসআলা-৮৮ : যদি কারো উপর গোসল ফরজ ছিল কিন্তু সে দেরীতে উঠল তাহলে প্রথমে রোযা রাখবে পরে গোসল করবে। তবে খানা খাওয়ার পূর্বে ওজু করে নেয়া ভালো

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبِىْ فَذَهَبْتُ مَعَهٗ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِنْ كَانَ لَيَصْبَحَ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُهٗ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: مِثْلُ ذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রহ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি এবং আমার পিতা আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বপ্নদোষ নয় বরং স্ত্রীসহবাসের কারণে জানাবতওয়ালা হয়ে সকাল করতেন এবং গোসল ব্যতীত রোযা রাখতেন। [তারপর ফজরের নামাজের পূর্বে গোসল করতেন] এরপর আমরা উম্মে সালমা রাযিআল্লাহু আনহা -এর কাছে গেলাম। তিনিও একই কথা বললেন।" (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ اَنْ يَّاْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهٗ لِلصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবত অবস্থায় খাওয়া দাওয়া- বা নিদ্রা যেতে চাইলে প্রথমে নামাজের ওযুর মতো ওযু করে নিতেন।" (মুসলিম)

মাসআলা-৮৯ : রোযাবস্থায় চুম্বন করা জায়েয। তবে শর্ত হলো নিজ প্রবৃত্তির উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

মাসআলা-৯০ : গরমের প্রখরতার কারণে রোযাদার গোসল অথবা কুলি করতে পারবে।

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ هَشَشْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ: اَرَاَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَاَنْتَ صَائِمٌ لَا بَاْسَ بِذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَفِيْمَ؟ رَوَاهُ اَحْمَدُ. -

www.pathagar.com

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "একদা আমার মন চাইল এবং রোযাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে চুম্বন করলাম। অত:পর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, আজ আমি বড় ভুল করে ফেলেছি, রোযাবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তুমি রোযাবস্থায় কুলি করতে তাহলে কি করতে? আমি বললাম, কুলিতে তো কোনো অসুবিধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আর কোথায় অসুবিধা আছে? অর্থাৎ স্ত্রীকে চুম্বন করলেও কোনো অসুবিধা নেই।" (আহমদ ও আবু দাউদ)

মাসআলা-৯১ : রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো জায়েয।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. –

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় শিঙ্গা নিয়েছিলেন।" (বুখারী)

বি:দ্রঃ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সুঁই, ব্লেড অথবা ক্ষুর দ্বারা শরীরের কোনো অংশ থেকে রক্ত বের করে ফেলাকে 'শিঙ্গা লাগান' বলা হয়।

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِيْ لَايَجُوْزُ فِعْلُهَا فِي الصَّوْمِ

রোযাবস্থায় জায়েয নয় এমন কার্যসমূহ

মাসআলা-৯২ : গীবত করা, মিথ্যা বলা, গালমন্দ ব্যবহার, ঝগড়া-বিবাদ করা রোযা অবস্থায় নাজায়েয।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. –

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যাচার ছাড়েনি তার খানা-পিনা ছেড়ে দেয়াতে আল্লাহর কোনো কাজ নেই।" (বুখারী)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ امْرُءٌ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. –

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোযা ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোযার দিন আসবে তখন সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থ শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালী দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার।" (বুখারী)

মাসআলা-৯৩ : রোযা অবস্থায় বেহুদা কথা, অশ্লীল কাজ-কর্ম এবং মূর্খতাপূর্ণ ব্যবহার নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ اِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ فَاِنْ سَابَّكَ اَحَدٌ اَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ اِنِّىْ صَائِمٌ رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. (صَحِيْحٌ)-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোযা খানাপিনা ছাড়ার নাম নয় বরং বেহুদা বা অনর্থ এবং অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। সুতরাং যদি কেউ রোযাদারকে গালী দেয় অথবা মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করে তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।" (ইবনে খুযায়মা)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَابَّ وَاَنْتَ صَائِمٌ فَاِنْ سَابَّكَ اَحَدٌ فَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ وَاِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ. رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোযা অবস্থায় কাউকে গালী দিও না। যদি অন্য কেউ তোমাকে গালী দেয়, তাকে বলে দাও যে, আমি রোযাদার। আর যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকো তাহলে বসে পড়।"
(ইবনে খুযায়মা)

মাসআলা-৯৪ : যে রোযাদার আপন প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারবে না তার জন্য স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা বা চুম্বন করা জায়েয নয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكُكُمْ لِاِرْبِهٖ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

www.pathagar.com

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, " রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযাবস্থায় চুম্বন করতেন এবং জড়িয়ে ধরতেন। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি নিজ প্রবৃত্তির উপর দমন ক্ষমতা রাখতেন।" (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهٗ وَاَتَاهُ اٰخَرُ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَاِذَا الَّذِىْ عَنْهَا فَاِذَا الَّذِىْ رَخَّصَ لَهٗ شَيْخٌ وَاِذَا الَّذِىْ نَهَاهُ شَابٌّ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ. (حَسَنٌ) –

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, রোযাবস্থায় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা যাবে কিনা? রাসূল ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তারপর আর এক ব্যক্তি এসে একই প্রশ্ন করলেন। নবী ﷺ তাঁকে নিষেধ করে দিলেন।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যাকে নবী করীম ﷺ অনুমতি দিলেন সে ছিল বৃদ্ধ। আর যাকে নিষেধ করেছিলেন সে ছিল এক যুবক।" (আবু দাউদ)

মাসআলা-৯৫ : রোযাবস্থায় কুলি করার সময় এমনভাবে গলায় নাকে পানি দেয়া যদ্বারা গলায় পানি পৌছার আশংকা হয়, তা নাজায়েয।

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبُرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ. وَالتِّرْمِذِىُّ (صَحِيْحٌ) –

লকীত ইবনে ছাবুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ওযুকে পূর্ণ কর, আঙ্গুলসমূহ খেলাল কর এবং নাকে ভালোভাবে পানি পৌছাও, কিন্তু রোযাবস্থায় এরূপ কর না।" (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِيْ تُفْسِدُ الصَّوْمَ
রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

মাসআলা-৯৬ : রোযাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তার ওপর কাজা এবং কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়।

মাসআলা-৯৭ : রোযার কাফফারা হলো একজন দাস আজাদ করে দেয়া অথবা দুই মাস লাগাতার রোযা রাখা অথবা ষাটজন অভাবী মিসকিনকে খানা খাওয়ানো।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ: مَالِكٌ قَالَ: وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَاَتِيْ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ اِجْلِسْ وَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرْقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرْقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعْلٰى اَفْقَرَ مِنِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَوَ اللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. —

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত বলেন, "আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসেছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়েছি। রাসূল বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি তখন আমি রোযাদার ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি কোনো গোলাম আছে যা আজাদ করে দিতে পার? সে বলল, না। অত:পর রাসূল বললেন, তোমার কি শক্তি আছে যে একসাথে দুই মাস রোযা রাখতে পার? সে বলল, না। তারপর রাসূল বললেন, তোমার কি সঙ্গতি আছে যে, ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পার? সে বলল, না।

www.pathagar.com

তারপর রাসূল ﷺ বললেন, আচ্ছা তুমি বস! এরপর নবী করীম ﷺ অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম এমন সময় নবী করীম ﷺ-কে খেজুর পূর্ণ একটি ঝুড়ি দেয়া হলো। তখন রাসূল ﷺ বললেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, রাসূল! এই যে, আমি। রাসূল ﷺ বললেন, এটি নিয়ে দান করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অপেক্ষা অধিকতর মিসকিন কে? আল্লাহর শপথ, মদীনার এ প্রস্তরময় দু'প্রান্তের মধ্যে আমাদের পরিবার অপেক্ষা অধিকতর মিসকিন পরিবার আর নেই। একথা শুনে নবী করীম ﷺ হেসে দিলেন যাতে তাঁর সম্মুখের দাঁতসমূহ দেখা গেল। অত:পর বললেন, আচ্ছা তবে তুমি তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।" (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُصَيِّبِ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ. رَوَاهُ اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِى الْمُصَنَّفِ. –

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি রমযানের রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, "দান কর, আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং রোযার কাজা আদায় কর।" (ইবনে আবু শায়বা)

বি:দ্র: বর্তমানেরও যদি কারো সাথে এরূপ ঘটনা হয়ে যায় আর সে উক্ত তিন কাজের কোনো একটাতেও সক্ষম না হয় তাহলে তাঁকে সাধ্য অনুযায়ী ছদকা করতে হবে। কিন্তু যখন তিন কাজের যে কোনো একটি করতে সক্ষম হবে তখন কাফফারা আদায় করা আবশ্যক হবে।

মাসআলা-৯৮ : ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাজা ওয়াজিব হয়।

মাসআলা-৯৯ : অনিচ্ছাকৃত বমি হয়ে গেলে রোযা ভাঙ্গে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانٍ وَالْحَاكِمُ. (صَحِيْحٌ) –

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "রোযাবস্থায় যার বমি হয়েছে তাকে কাজা আদায় করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করেছে সে যেন কাজা আদায় করে।" (ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ)

www.pathagar.com

মাসআলা-১০০ : হায়েয অথবা নেফাস শুরু হলে মহিলাদের রোযা ভেঙ্গে যাবে। রোযার কাজা আদায় করতে হবে নামাজের কাজা নয়।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ ِالْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.-

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এরূপ নয় কি, যখন মহিলা ঋতুবতী হয়ে যায় তখন সে নামাজ-রোযা কিছুই করতে পারে না? এই হচ্ছে তাঁদের জন্য ধর্মের বিষয়ে অসম্পূর্ণতা।" (বুখারী)

قَالَ اَبُو الزِّنَادِ: اِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوْهُ الْحَقِّ لَتَأْتِيْ كَثِيْرًا عَلٰى خِلَافِ الرَّاىِٔ فَلَا يَجِدُ الْمُسْلِمُوْنَ بُدًّا مِنْ اِتِّبَاعِهَا مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِى الصَّلَاةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

আবুযযিনাদ বলেন : শরীয়তের বিধিবিধান কখনো যুক্তি বহির্ভূত হয়ে থাকে, কিন্তু মুসলমানকের তাও মেনে নেয়া আবশ্যক। এরূপ একটি শরয়ী বিধান হলো ঋতুবতী মহিলা রোযার কাজা আদায় করবে কিন্তু নামাজের কাজা আদায় করবে না।" (বুখারী)

صِيَامُ التَّطَوُّعِ

নফল রোযাসমূহ

মাসআলা-১০১ : নফল রোযার ফযীলত।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ ِالْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.-

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের রাস্তা বরাবর দূরে সরিয়ে রাখেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১০২ : প্রত্যেক বছর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা সারা জীবন রোযা রাখার সমান।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِي الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ.-

আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে অত:পর প্রত্যেক বছর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখবে, সে সারাজীবন রোযা রাখার সাওয়াব পাবে।"

(মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

মাসআলা-১০৩ : নিয়মিত 'আয়্যামে বীয' অর্থাৎ চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা পালন করলে সারা জীবন রোযা পালনের সাওয়াব পাবে।

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.-

আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা এবং রমযান মাসের রোযা এক থেকে অন্য রমযান পর্যন্ত সারা বছর রোযা পালন করার সমান। (মুসলিম)

মাসআলা-১০৪ : সফরে নফল রোযা রাখা জায়েয।

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِ الْاَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُوْمُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صَحِيْحٌ)

হামযা ইবনে আমর আসলামী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি সফরে রোযা রাখব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ইচ্ছা হলে রাখ আর ইচ্ছা না হলে না রাখো।" (নাসাঈ)

মাসআলা-১০৫ : জিহাদ চলাকালীন নফল রোযা রাখার ফযীলত।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.-

www.pathagar.com

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন নফল রোযা পালন করবে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১০৬ : সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ. (صَحِيْحٌ) -

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার মানুষের কার্যসমূহ আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় তাই আমি চাই যখন আমার আমল পেশ করা হবে তখন আমি যেন রোযাবস্থায় থাকি।" (তিরমিযী)

মাসআলা-১০৭ : আরাফার দিনের (অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখের) রোযার দ্বারা এক বছর আগের ও এক বছর পরের সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। আর আশুরা (অর্থাৎ দশই মুহাররাম) এর রোযা দ্বারা বিগত এক বছরের সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبِلَةً وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَهٖ. -

আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আরাফার রোযা আগের পরের দু'বছরের গুনাহ মাফ করে দেয় এবং আশুরার রোযা বিগত এক বৎসরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়।"

(আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

মাসআলা-১০৮ : শুধু দশই মুহাররামের রোযা রাখা মাকরূহ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّهٗ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى

www.pathagar.com

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরায় রোযা পালন করেছেন এবং লোকজনকেও রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। লোকেরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দশই মুহাররম তো ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আচ্ছা, আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী দশই মুহাররামের সাথে নয়ই মুহাররামের রোযাও রাখব। কিন্তু আগামী বছর আসার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহকাল থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন।' (মুসলিম)

বি:দ্র: আশুরার দিনের ফযীলত ও গুরুত্বের কারণ হলো এই যে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে তাশরীফ আনলেন তখন ইহুদীরা দশই মুহাররামে রোযা রাখতেন। তাদের কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তরে বলেন, এই দিনে আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ)-কে ফেরআউনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই আমরা শুকরিয়া হিসেবে এই দিন রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা জানার পর বললেন, ইহুদী অপেক্ষা আমরাই মুসা (আ)-এর অতি নিকটে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সেই দিনের রোযা রাখার আদেশ দিলেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরজ করা হলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন যার ইচ্ছা দশই মুহাররামে রোযা রাখ আর যার ইচ্ছা ছেড়ে দাও।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরায় রোযা পালন করেছেন এবং লোকজনকেও রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। লোকেরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দশই মুহাররম তো ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আচ্ছা, আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী দশই মুহাররামের সাথে নয়ই মুহাররামের রোযাও রাখব। কিন্তু আগামী বছর আসার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহকাল থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।' (মুসলিম)

www.pathagar.com

মাসআলা-১০৯ : রাসূলে করীম ﷺ অন্য মাস অপেক্ষা শাবান মাসে বেশি রোযা পালন করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ: رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَاَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পুরোমাস রোযা রাখতে দেখনি। আর শাবান ব্যতীত অন্য কোনো মাসে বেশি রোযা রাখতে দেখেনি।" (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃদ্রঃ ১৫ই শাবানের বিশেষভাবে ইবাদত করার সব হাদীস অনির্ভরযোগ্য। সহীহ শুদ্ধ হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত হচ্ছে তা হলো শাবান মাসে নবী ﷺ বেশি বেশি রোযা রাখতেন।

মাসআলা-১১০ : নফল রোযা পালনের ক্ষেত্রে একদিন ছেড়ে দিয়ে একদিন রাখার নিয়মটি সর্বোত্তম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صُمْ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ اِنِّيْ اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ فَلَمْ يَزِلْ يَرْفَعُنِيْ حَتّٰى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَافْطُرْ يَوْمًا فَاِنَّهُ اَفْضَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صَوْمُ اَخِيْ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. مُتَّفَقٌ عَلَيه.—

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা পালন কর।" আমি (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর) বললাম, আমার এর চেয়ে বেশি রাখার শক্তি আছে। তারপর রাসূল ﷺ আমার থেকে রোযা কম করাতে করাতে শেষ পর্যন্ত বললেন, "একদিন রোযা রাখ একদিন রোযা ছাড়। এটা উত্তম রোযা, আমার ভাই দাউদ (আ)-এর এটাই নিয়ম ছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১১১ : মুহাররামের ফযীলত।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হলো মুহাররামের রোযা। আর ফরজ নামাজ ব্যতীত সর্বাপেক্ষা উত্তম হলো তাহাজ্জুদ।" (মুসলিম)

মাসআলা-১১২ : সোমবারে রোযা রাখার ফযীলত।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رضى الله عنه قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُّ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.-

আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবার রোযা রাখার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং এই দিনেই আমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে।" (মুসলিম)

মাসআলা-১১৩ : জিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

মাসআলা-১১৪ : প্রত্যেক মাসে যে কোনো তিনটি রোযা রাখা মাসনূন।

মাসআলা-১১৫ : প্রত্যেক মাসের সোমবার এবং প্রথম দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়মিত আমল ছিল।

عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُوْمُ تِسْعَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلَ اِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيْسَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ (صَحِيْحٌ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে কোনো স্ত্রী থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহজ্জের প্রথম নয় দিনের এবং আশুরার রোযা রাখতেন। আর প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখতেন।" (নাসাঈ)

মাসআলা-১১৬ : নফল রোযাসমূহের নিয়ত দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোনো সময় করা যেতে পারে। শর্ত হলো পূর্বে খানা-পিনা না করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং ২২ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১১৭ : নফল রোযার কাজা আদায় করা ওয়াজিব নয়। হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৭৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১১৮ : নফল ইবাদতসমূহে মধ্যমপন্থা অবলম্বন উত্তম। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৬৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১১৯ : 'সিয়ামে আরবাঈন' তথা লাগাতার চল্লিশ দিন রোযা রাখা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

www.pathagar.com

اَلصِّيَامُ الْمَمْنُوْعُ وَالْمَكْرُوْهُ

নিষিদ্ধ এবং মাকরূহ রোযাসমূহ

মাসআলা-১২০ : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ رضى الله عنه قَالَ شَهِدْتُّ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَقَالَ هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ تَاْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. –

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাথে ঈদের নামাজ আদায় করেছি। তিনি বলেছেন, এ দুই দিনের রোযা রাখা থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। প্রথম দিন হলো, যখন তোমরা রোযা শেষ কর, আর দ্বিতীয় দিন হলো, যখন তোমরা কোরবানীর গোশত খাবে।" (বুখারী)

মাসআলা-১২১ : শুধু জুমার দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

মাসআলা-১২২ : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের নিয়মানুযায়ী জুমার দিন রোযা রাখে তাহলে জায়েয হবে। যখন কোনো ব্যক্তি প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে রোযা রাখার অভ্যাসী হয়ে থাকে, তাতে কোনো এক দিন জুমাবার চলে আসলে কোনো অসুবিধা হবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِىْ وَلَا تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ صَوْمٍ يَصُوْمُهٗ اَحَدِكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. –

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জুমার রাত্রিকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করো না এবং জুমার দিনকেও রোযার জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে রোযার অভ্যাসী কোনো ব্যক্তির রোযার দিনগুলোতে জুমাবার চলে আসলে তা জায়েয হবে।" (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لَا يَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا اَنْ يَّصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهٗ اَوْ يَوْمًا بَعْدَهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. –

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, কোনো ব্যক্তি শুধু জুমার রোযা রাখবে না। যদি রাখতে চায় তাহলে একদিন আগে বা পরে মিলিয়ে রাখবে" (অর্থাৎ জুমা ও শনি অথবা বৃহস্পতি ও জুমা এক সাথে রাখবে)। (বুখারী)

মাসআলা-১২৩ : 'সাওমে বেছাল' অর্থাৎ সন্ধ্যায় ইফতার না করে এবং কিছু না খেয়ে আগামী দিনের রোযা শুরু করে দেয়া মাকরূহ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَاَيُّكُمْ مِثْلِيْ اِنِّيْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাওমে বেছাল থেকে নিষেধ করলেন, তখন একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিতো সাওমে বেছাল পালন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে আছে? আমি যখন রাত্রে শুয়ে পড়ি তখন আমাকে আমার পরওয়ারদেগার খাওয়ান এবং পান করান।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১২৪ : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের পুরাতন নিয়মানুযায়ী রোযা রেখে আসছিলো, ঘটনাক্রমে সে দিনটা রমযানের দুএকদিন পূর্বে গেল, তখন রোযা রাখলে অসুবিধা হবে না।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. —

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রমযানের দু'একদিন পূর্বে কোনো ব্যক্তি রোযা রাখবে না। তবে নির্দিষ্ট দিনে যে ব্যক্তি রোযা রাখতো সে রাখতে পারবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১২৫ : লাগাতার রোযা রাখা নিষেধ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.pathagar.com

قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَافْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, " হে আব্দুল্লাহ! আমি জানতে পারলাম যে, তুমি দিনের বেলা রোযা রাখ এবং সারা রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর।" আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করি। রাসূল ﷺ বললেন, "এরূপ কর না বরং সাওম পালন কর এবং বাদও দাও আর রাতে ইবাদত কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে। যে ব্যক্তি লাগাতার রোযা রাখবে তার রোযা হবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

মাসআলা-১২৬ : 'আইয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোযা রাখা নিষেধ। কিন্তু যে হজ্জ আদায়কারী কোরবানী দিতে পারেনি সে মিনায় 'আয়্যামে তাশরীকের' রোযা রাখতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ إِنْ يُّصُمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. -

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "যে হাজী কোরবানী দিতে অক্ষম সে ব্যতীত অন্য কারো জন্যে আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি।"(বুখারী)

মাসআলা-১২৭ : হাজীদের জন্য আরাফায় জিলহজ্জের নয় তারিখ রোযা নিষেধ।

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُمْ شَكُّوْا فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)

উম্মুল ফজল রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "লোকেরা আরাফার দিন নবী ﷺ রোযা রেখেছেন বলে মনে করেছিলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে দুধ পাঠালাম, রাসূল ﷺ তা পান করলেন, তখন নবী ﷺ আরাফায় খুতবা প্রদান করছিলেন।" (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

মাসআলা-১২৮ : শাবান মাস অর্ধেক হয়ে গেলে রোযা না রাখা উচিত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِذَا بَقِىَ نِصْفُ شَعْبَانَ فَلَا تَصُوْمُوْا. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ. –(حَسَنٌ)

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন শাবান অর্ধেক বাকি থাকবে (অর্থাৎ রমযানের ১৫ দিন পূর্বে) তখন আর নফল রোযা রেখ না।" (তিরমিযী)

মাসআলা-১২৯ : স্বামীর অনুমতিবিহীন স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. –

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো মহিলা তার স্বামী উপস্থিত থাকাবস্থায় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যেন রোযা না রাখে।" (বুখারী)

মাসআলা-১৩০ : শুধু মুহাররামের দশ তারিখ রোযা রাখা মাকরূহ। নয় এবং দশ তারিখ অথবা দশ এবং এগারো তারিখ অর্থাৎ দুদিন এক সাথে রাখতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنَّهُ يَوْمَ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَاْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. –

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরায় রোযা পালন করেছেন এবং লোকজনকেও রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। লোকেরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দশই মুহাররম তো ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আচ্ছা, আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী দশই মুহাররামের সাথে নয়ই মুহাররামের রোযাও রাখব। কিন্তু আগামী বছর আসার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহকাল থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।' (মুসলিম)

www.pathagar.com

বি:দ্রঃ আশুরার দিনের ফযীলত ও গুরুত্বের কারণ হলো এই যে, যখন নবী করীম ﷺ মদীনা শরীফে তাশরীফ আনলেন তখন ইহুদীরা দশই মুহাররামে রোযা রাখতেন। তাদের কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তরে বলেন, এই দিনে আল্লাহ তা'য়ালা মুসা (আ) কে ফেরআউনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই আমরা শুকরিয়া হিসেবে এই দিন রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা জানার পর বললেন, ইহুদী অপেক্ষা আমরাই মুসা (আ)-এর অতি নিকটে। তারপর রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে সেই দিনের রোযা রাখার আদেশ দিলেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরজ করা হলো তখন রাসূল ﷺ বললেন, এখন যার ইচ্ছা দশই মুহাররামে রোযা রাখো আর যার ইচ্ছা ছেড়ে দাও।

মাসআলা-১৩১ : শুধু শনিবার রোযা রাখা মাকরূহ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدِ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (صَحِيْحٌ)–

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আপন বোন ছাম্মা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "ফরজ রোযা ব্যতীত শনিবারে রোযা রেখো না। যদি খাওয়ার জন্য কিছু না থাকে তাহলে আঙ্গুরের কাঠ অথবা একটি গাছের ছাল চিবিয়ে খাও।" (ইবনে খুযায়মা)

বি:দ্রঃ শনিবার যেহেতু আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের ঈদের দিন। তাই তাদের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম ﷺ শনিবারের সাথে শুক্রবার অথবা রবিবারকে মিলিয়ে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

اَلْاِعْتِكَافُ

এতেকাফের মাসায়েল

মাসআলা-১৩২ : এতেকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। তার সময় দশ দিন।

মাসআলা-১৩৩ : প্রত্যেক মুসলমানকে রমযান মাসে অন্তত: একবার কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পূর্ণ করা চাই।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْاٰنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِى الْعَامِ الَّذِىْ قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِى الْعَامِ الَّذِىْ قُبِضَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ –

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রত্যেক বছর রমযান মাসে একবার পুরো কুরআন মজীদ পাঠ করা হতো। যে বৎসর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন সে বছর দুইবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুরআন খতম করে শুনানো হয়েছিল। এমনিভাবে প্রত্যেক বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ দিন এতেকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন সে বছর বিশ দিন এতেকাফ করেছিলেন।" (বুখারী)

মাসআলা-১৩৪ : এতেকাফের জন্য ফজরের নামাজের পর এতেকাফের জায়গায় বসা সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِىْ مُعْتَكَفِهٖ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَهٖ (صَحِيْحٌ) –

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এতেকাফে বসার ইচ্ছা করতেন, তখন ফজরের নামাজ পড়ে এতেকাফ স্থানে প্রবেশ করতেন।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-১৩৫ : এতেকাফকারীর স্ত্রী সাক্ষাতের জন্য আসতে পারবে এবং সেও স্ত্রীকে ঘর পর্যন্ত দিয়ে আসার জন্য মসজিদের বাহিরে যেতে পারবে।

عَنْ صَفِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهٗ اَزُوْرُهٗ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهٗ ثُمَّ قُمْتُ لِاَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِىَ لِيَقْلِبَنِىْ. –

www.pathagar.com

ছাফিয়্যা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফ অবস্থায় ছিলেন আমি রাত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসি এবং অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলি, পরে যখন ফিরে যাওয়ার জন্য উঠি তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আমার সাথে সাথে আসেন।" (বুখারী)

মাসআলা-১৩৬ : পুরুষদেরকে মসজিদেই এতেকাফ করতে হবে।

মাসআলা-১৩৭ : রমযান মাসে এতেকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরি।

মাসআলা-১৩৮ : এতেকাফ অবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার নামাজে শরীক হওয়া, স্ত্রী সহবাস করা, মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত এতেকাফের স্থান থেকে বাহিরে যাওয়া নিষেধ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ اِمْرَاَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ اِلَّا لِمَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ. (حَسَنٌ) –

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "এতেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো সে যেন কোনো অসুস্থকে দেখতে না যায়, জানাযায় শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে, তার সাথে সহবাস না করে এবং এতেকাফের স্থান থেকে মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত বের না হয়। রোযা বিনে এতেকাফ হয় না। আর জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় এতেকাফ হয় না। (আবু দাউদ)

মাসআলা-১৩৯ : মহিলাদেরকেও এতেকাফ করা চাই।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اِعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. –

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ তারিখে এতেকাফ পালন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর তাঁর সহধর্মীনিরা এতেকাফ পালন করেন। (মুসলিম)

মাসআলা-১৪০ : মহিলারা নিজের ঘরে এতেকাফ করবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ. (صَحِيْحٌ)–

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের জন্য তাদের ঘর মসজিদ থেকে অনেক উত্তম।" (আবু দাউদ)

মাসআলা-১৪১ : যদি কেউ দশ দিন এতেকাফ করতে না পারে, তাহলে যত দিন সম্ভব ততদিন করবে। এমনকি শুধু একরাত করলেও জায়েয হবে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: اَوْفِ بِنَذْرِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জাহেলি যুগে মসজিদে হারামে এক রাত এতেকাফ করার মানত করেছিলাম, তা কি আদায় করতে হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মান্নত আদায় কর।" (বুখারী)

فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

লাইলাতুল কদরের ফযীলত ও মাসায়েল

মাসআলা-১৪২ : লাইলাতুল কদরের ইবাদত পূর্বের গুনাহসমূহের ক্ষমার কারণ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. –

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের নিয়তে ইবাদত করবে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে।" (বুখারী)

মাসআলা-১৪৩ : লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি বড় হতভাগা।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَمَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهٖ. (حَسَنٌ) –

www.pathagar.com

আনাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন রমযান আসল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত্রির সৌভাগ্য অর্জন থেকে বঞ্চিত সে সকল পুণ্য থেকে বঞ্চিত, লাইলাতুল কদর থেকে শুধু হতভাগাই বঞ্চিত হয়।" (ইবনে মাজা)

মাসআলা-১৪৪ : লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ তারিখের বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করা উচিত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.-

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রমযানের শেষ দশ তারিখের বেজোড় রাতসমূহে লাইলাতুল কদরকে তালাশ কর।" (বুখারী)

মাসআলা-১৪৫ : রমযানের শেষ দশ তারিখে বেশি বেশি ইবাদত করা উচিত।

মাসআলা-১৪৬ : রমযানের শেষ দশ তারিখে পরিবার-পরিজনকে ইবাদতের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেয়া সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَالَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهٖ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ তারিখে অন্য দিন অপেক্ষা ইবাদত অনেক বেশি পরিশ্রম করতেন।" (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهٗ وَاَحْيٰى لَيْلَهٗ وَاَيْقَظَ اَهْلَهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.—

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "যখন রমযানের শেষ দশ দিনের আগমন হতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন, রাত্রি জাগতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১৪৭ : শেষ দশ রাতে যারা জাগ্রত থাকতে পারে না তারাও লাইলাতুল কদরের পূর্ণ সাওয়াব অর্জন করতে পারবে।

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّهٗ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهٗ قِيَامَ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صَحِيْحٌ) -

www.pathagar.com

আবু যর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত তারাবী পড়েছে তার জন্য সারারাত নফল নামাজ পড়ার সাওয়াব লিখা হয়।" (তিরমিযী)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.-

উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেছে সে যেন অর্ধ রাত নফল নামাজ পড়ল, আর যে ব্যক্তি তার সাথে ফজরের নামাজ ও জামাতের সাথে পড়ল সে যেন পুরা রাত নফল পড়ল"। (মুসলিম)

মাসআলা-১৪৮ : রমযানুল মুবারকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ كَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের কল্যাণকল্পে বড় দানশীল ছিলেন। কিন্তু রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দানশীলতা আরও অনেকগুণে বেড়ে যেত। রমযান মাসে প্রতি রাত্রে জিবরাঈল (আ) তাশরীফ আনয়ন করতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন মজীদ পড়ে শুনাতেন। যখন জিবরাঈল (আ) আসতেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানশীলতায় প্রবল বাতাসের চেয়েও বেশি আগে চলে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১৪৯ : লাইলাতুল কদরে এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صَحِيْحٌ)-

www.pathagar.com

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি শবে কদরকে পাই তাহলে কোনো দোয়া পড়ব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দোয়া পড় 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী। (তিরমিযী)

صَدَقَةُ الْفِطْرِ
ছদকায়ে ফিতরের মাসায়েল

মাসআলা-১৫০ : ছদকায়ে ফিতর আদায় করা ফরজ।

মাসআলা-১৫১ : ছদকায়ে ফিতরের উদ্দেশ্য, রোযাবস্থায় সংঘটিত গুনাহসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

মাসআলা-১৫২ : ছদকায়ে ফিতর ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করা উচিত অন্যথায় সাধারণ সদকায় পরিণত হয়।

মাসআলা-১৫৩ : ছদকায়ে ফিতরের অধিকারী ব্যক্তিগণ তারাই যারা যাকাতের অধিকারী।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهِ. (صَحِيْحٌ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদারকে অনর্থক কথা ও অশ্লীল ব্যবহার থেকে পবিত্র করা এবং গরীবদের মুখে অন্ন দেয়ার জন্য ছদকায়ে ফিতর ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে তা আদায় করেছে তার ফিতর আদায় হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পর আদায় করল তার ছদকা সাধারণ ছদকায় পরিণত হবে।" (আহমদ, ও ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-১৫৪ : ছদকায়ে ফিতরের পরিমাণ এক ছা' যা কিছু কম তিন সের অথবা আড়াই কিলোগ্রামের সমান।

মাসআলা-১৫৫ : ছদকায়ে ফিতর সকল মুসলমান, সে গোলাম হোক বা আজাদ, পুরুষ হোক বা মহিলা, ছোট হোক বা বড়, রোযাদার হোক বা গায়রে রোযাদার, নেছাবের মালিক হোক বা না হোক, সবার উপর ফরজ।

www.pathagar.com

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের ছদকা ফিতর হিসেবে এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' জব, গোলাম, আজাদ, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ করেছেন।" (বুখারী)

বি:দ্র: যে ব্যক্তির কাছে একদিন এক রাতের খোরাক নেই তাকে ছদকা আদায় করতে হবে না।

মাসআলা-১৫৬ : ছদকায়ে ফিতর ফসল দিয়ে উত্তম।

মাসআলা-১৫৭ : গম, চাউল, জব, খেজুর, মোনাক্কা অথবা পনির ইত্যাদির মধ্যে যা ব্যবহৃত হয় তাই দেয়া উচিত।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. –

আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমরা ছদকায়ে ফিতর হিসেবে এক ছা' খাদ্য ফসল অথবা এক ছা' খেজুর বা এক ছা' জব বা এক ছা' মোনাক্কা বা এক ছা' পনির দিতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১৫৮ : ছদকায়ে ফিতর আদায় করার সময় শেষ রোযার ইফতারের পর শুরু হয় কিন্তু ঈদের দু একদিন পূর্বে আদায় করা যায়।

মাসআলা-১৫৯ : ছদকায়ে ফিতর ঘরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে স্ত্রী, ছেলে-সন্তান এবং নৌকর-চাকর সবার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে।

عَنْ نَافِعٍ كَانَ اِبْنُ عُمَرَ رضي الله عنه يُعْطِىْ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيُعْطِىْ عَنْ بَنِىَّ وَكَانَ اِبْنِ عُمَرَ يُعْطِيْهَا الَّذِىْ يَقْبَلُوْنَهَا وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. -

না'ফে বলেন, "ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘরে ছোট-বড় সবার পক্ষ থেকে ছদকায়ে ফিতর আদায় করতেন। এমনকি আমার ছেলেদের পক্ষ থেকেও দিতেন। আর ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে দিতেন যারা গ্রহণ করত। আর তিনি ঈদের দু একদিন পূর্বে আদায় করে দিতেন। (বুখারী)

www.pathagar.com

صَلاَةُ الْعِيْدِ

ঈদের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-১৬০ : ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য যাওয়ার পূর্বে কোনো মিষ্টি বস্তু খাওয়া সুন্নাত।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ –

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর খাওয়া ব্যতীত ঈদগাহে যেতেন না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেজোড় খেজুর খেতেন।" (বুখারী)

মাসআলা-১৬১ : ঈদের নামাজের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং আসা সুন্নাত।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَّخْرُجَ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهِ

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত।"
(ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-১৬২ : ঈদগাহে আসা যাওয়ায় রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمَ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. –

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন ঈদগাহে আসা যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করতেন। (বুখারী)

মাসআলা-১৬৩ : ঈদের নামাজ বসতির বাইরে খোলা মাঠে পড়া সুন্নাত।

মাসআলা-১৬৪ : ঈদের নামাজের জন্য মহিলাদেরকেও ঈদগাহে যাওয়া চাই।

عَنْ اُمِّ عُطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُّخْرِجَ الْحَيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُنَّ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

উম্মে আতিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা দু'ঈদে ঋতুবতী এবং পর্দার আড়ালের মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে আসি। যেন তারা সকল মুসলমানের সাথে জামায়াত এবং দোয়ায় শরীক থাকতে পারে। তবে ঋতুবতীরা নামাজের স্থান থেকে দূরে থাকবে।" (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

মাসআলা-১৬৫ : ঈদের নামাজের জন্য আযান ও একামত নেই।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

জাবের ইবনে সামুরা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আযান-একামত বিহীন অনেকবার ঈদের নামাজ পড়েছি।" (মুসলিম ও আবু দাউদ)

মাসআলা-১৬৬ : দু'ঈদের নামাজে প্রথমে নামাজ এবং পরে খুতবা দেয়া সুন্নাত।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهم يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. –

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সবাই উভয় ঈদের নামাজ খুতবার পূর্বে আদায় করতেন।" (বুখারী)

মাসআলা-১৬৭ : দু'ঈদের নামাজে বারটি তাকবীর সুন্নাত। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর পড়া চাই।

عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُّ الْاَضْحٰى وَالْفِطْرَ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْاٰخِرَةِ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ مَالِكٌ (اِرْوَاءُ الْغَلِيْلِ ٢/١١٠) (صَحِيْحٌ) –

নাফে' (রহ:) বলেন, "আমি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজ পড়েছি। তিনি উভয় নামাজে প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলেছেন।" (মালেক)

মাসআলা-১৬৮ : ঈদের নামাজের অধিক তাকবীরগুলোতে হাত উঠানো চাই।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجَرٍ رضي الله عنه اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)–

ওয়ায়েল ইবনে হুযার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠাতে দেখেন। (আহমদ)

www.pathagar.com

মাসআলা-১৬৯ : দু'খুতবার মধ্যখানে খতীবের জন্য কিছুক্ষণ বসা মুস্তাহাব।

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ ﷺ السُّنَّةُ اَنْ يَّخْطُبَ الْاِمَامُ فِى الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, দু'ঈদে দু'খুতবার মধ্যখানে কিছুক্ষণ বসা ইমামের জন্য সুন্নাত।" (শাফেয়ী)

মাসআলা-১৭০ : ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে কোনো সুন্নাত বা নফল নামাজ নেই।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَ هُمَا. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন নামাজের জন্য তাশরীফ নিলেন এবং দু'রাকাত নামাজ পড়ালেন। এর পূর্বেও পরে অন্য কোনো নামাজ পড়লেন না।" (আহমদ, বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১৭১ : ঈদের নামাজ দেরীতে পড়া ভালো নয়।

মাসআলা-১৭২ : ঈদুল ফিতরের নামাজের ওয়াক্ত এশরাকের নামাজের সময় হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِسْرٍ ﷺ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهٗ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ وَقَالَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهٖ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَهٍ. –

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন যে "তিনি লোকজনের সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নামাজের জন্য ঈদগাহে যান এবং ইমামের দেরী করাকে অপছন্দ করেন। তারপর তিনি বলেন, "আমরা তো এ সময়ে নামাজ পড়ে ফারেগ হয়ে যেতাম, তখন এশরাকের সময় ছিল।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

www.pathagar.com

মাসআলা-১৭৩ : ঈদুল ফিতরের নামাজ অপেক্ষা ঈদুল আযহার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরীতে পড়া সুন্নাত।

عَنْ اَبِي الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانِ عَجِّلِ الْاَضْحٰى وَاَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. -

আবুল হুয়াইরিছ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের গভর্ণর আমর ইবনে হাযম রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কে লিখিতভাবে আদেশ দিয়েছেন। ঈদুল আযহার নামাজ তাড়াতাড়ি পড় আর ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরীতে পড় এবং লোকজনকে নছীহত কর।" (শাফেয়ী)

মাসআলা-১৭৪ : ঈদগাহে আসা যাওয়ার সময় বেশি বেশি তাকবীর বলা সুন্নাত।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّهُ كَانَ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتّٰى يَاْتِيَ الْمُصَلّٰى ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلّٰى حَتّٰى اِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيْرَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. (اِرْوَاءُ الْخَلِيْلُ ٣/١٢٢) (صَحِيْحٌ)-

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঈদের দিন সূর্য উদয়ের সাথে ঈদগাহে গমন করতেন এবং ঈদগাহ পর্যন্ত তাকবীর বলতে বলতে যেতেন এবং ঈদগাহে পৌছার পরও তাকবীর বলতেন। যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন তখন ছেড়ে দিতেন।" (শাফেয়ী)

মাসআলা-১৭৫ : মাসনূন তাকবীরের শব্দ নিম্নরূপ।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه اَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. رَوَاهُ اِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ. (صَحِيْحٌ)

ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন,'আয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জে এই তাকবীর পড়তেন 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।" (ইবনে আবিশায়বা।)

www.pathagar.com

মাসআলা-১৭৬ : ঈদুল ফিতরের নামাজের পূর্বে এবং ঈদুল আযহার নামাজের পর কোনো কিছু খাওয়া সুন্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (صَحِيْحٌ) -

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের সময় কিছু খেয়ে বের হতেন আর ঈদুল আযহার সময় নামাজের পর কোরবানীর গোশত দিয়ে খেতেন।' (তিরমিযী)

মাসআলা-১৭৭ : যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাহলে উভয় নামাজ পড়া উত্তম। কিন্তু ঈদের পর যদি জুমার স্থানে জোহরের নামাজ আদায় করা হয় তাও জায়েয।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ قَدْ اِجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاهُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَاِنَّا مُجَمِّعُوْنَ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَهِ. (صَحِيْحٌ) -

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আজকের দিনে দু'ঈদ একত্রিত হয়ে গেল। যার ইচ্ছা জুমার স্থানে ঈদের নামাজ পড়লে হবে। কিন্তু আমরা ঈদ ও জুমা উভয় আদায় করব।"

(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-১৭৮ : মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেল না। পরে রোযাবস্থায় চাঁদের খবর পাওয়া গেল, তখন রোযা ভেঙ্গে দেয়া আবশ্যক।

মাসআলা-১৭৯ : যদি সূর্য ঢলার পূর্বে খবর পাওয়া যায় তখন সে দিনই ঈদের নামাজ পড়ে নিবে। আর যদি সূর্য ঢলার পরে খবর পাওয়া যায় তখন দ্বিতীয় দিন ঈদের নামাজ পড়বে।

عَنْ اَبِيْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ رضي الله عنه عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ رضي الله عنه قَالُوْا: غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَخْبَرَ النَّاسِ اَنْ يُّفْطِرُوْا مِنْ يَوْمِهِمْ وَاَنْ يَّخْرُجُوْا لِعِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ. -

www.pathagar.com

আবু উমাইর ইবনে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আপন এক আনসারী চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেছেন, "মেঘের কারণে আমরা শাওয়ালের চাঁদ দেখনি বলে রোযা রেখেছিলাম। পরে দিনের শেষভাগে একটি কাফেলা আসল। তারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে রাত্রে চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষী দিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকজনকে সে দিনের রোযা ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং তার পরের দিন সকালে ঈদের নামাজে আসতে বললেন।" (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-১৮০ : যদি কেউ ঈদের নামাজ না পায়, অথবা অসুখের কারণে ঈদগাহে আসতে না পারে, তখন সে একা একা দু'রাকাত আদায় করবে।

মাসআলা-১৮১ : গ্রামেও ঈদের নামাজ পড়া উচিত।

اَمَرَ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْلَاهُمْ اِبْنِ اَبِىْ عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ اَهْلَهُ وَبَنِيْهِ وَصَلّٰى كَصَلَاةِ اَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ. وَقَالَ عِكْرَمَةُ اَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُوْنَ فِى الْعِيْدِ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ وَقَالَ عَطَاءُ اِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. -

আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের এক গোলাম ইবনে আবু উতবাকে 'যাবিয়া' গ্রামে নামাজ পড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের একত্রিত করলেন এবং সবাই মিলে শহরবাসীদের মতো নামাজ আদায় করলেন এবং তাকবীর বললেন। ইকরামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, গ্রামবাসীরা ঈদের দিন একত্রিত হবে এবং ইমামের মতো দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে। আতা (রহ) বলেন, "যখন কোনো ব্যক্তির ঈদের নামাজ ছুটে যায়, তখন সে দু'রাকাত পড়বে।" (বুখারী)

মাসআলা-১৮২ : স্বচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য কোরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِاَنْ يُّضَحِّىَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ -

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোরবানী দেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোরবানী দেয়নি সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে।" (হাকেম)

www.pathagar.com

মাসআলা-১৮৩: কোরবানী করার নিয়মনীতি।

وَعَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهٖ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ قَالَ رَاَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلٰى صَفَاحِهِمَا وَيَقُوْلُ (بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ঈদে ধুসর রঙ্গের শিংদার দুটি দুম্বা কোরবানী করলেন। তিনি সেগুলোকে নিজ হাতে জবেহ করলেন এবং (জবেহের সময়) 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বললেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দুম্বা দুটির পাঁজরের ওপর পা রেখে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার বলতে দেখেছি।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَاَنْ تُوَارِىَ عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ اِذَا ذَبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهِ. (حَسَنٌ) -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন যে, যখন কোরবানী করবে তখন ছুরিকে খুবই ধার করবে এবং পশু থেকে লুকিয়ে রাখবে। আর যখন জবেহ করবে তখন অতিসত্ত্বর জবেহ করে ফেলবে। (ইবনে মাজাহ)

মাসআলা-১৮৪ : এক বছর বয়সের দুম্বা কোরবানী করা জায়েয।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْجِذْعِ مِنَ الضَّأْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. (صَحِيْحٌ) -

উকবা ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক বছর বয়সের দুম্বা কোরবানী করতাম। (নাসাঈ)

মাসআলা-১৮৫ : গরু আর উটে সাতজন শরীক হয়ে কোরবানী করতে পারবে।

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ نَّشْتَرِكَ فِى الْاِبِلِ وَالْبَقَرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِىْ بَدَنَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -

www.pathagar.com

জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক উটে এবং এক গরুতে সাতজন করে শরীক হতে আদেশ দিয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১৮৬ : ঘরের দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া কোরবানী সকলের পক্ষ থেকে হয়ে যাবে।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ وَالتِّرْمِذِيُّ. - (صَحِيحٌ)

আতা ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় আপনারা কিভাবে কোরবানী করতেন? তিনি বললেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জামানায় সবাই নিজ ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কোরবানী করতেন।' (ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

মাসআলা-১৮৭ : ঈদুল আযহার নামাজের পূর্বে যদি কেউ জন্তু জবেহ করে ফেলে তাহলে তা কোরবানীতে গণ্য হবে না।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.-

আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার দিন বলেছেন : "যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে জন্তু জবেহ করবে তাকে পুনরায় কোরবানী দিতে হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১৮৮ : যে ব্যক্তি কোরবানী করবে সে যেন জিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে কোরবানী করা পর্যন্ত নখ ও চুল ইত্যাদি না কাটে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.pathagar.com

উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন কোনো ব্যক্তি জিলহজ্জের দশ তারিখ কোরবানী দেয়ার ইচ্ছা রাখে তখন সে যেন নিজের শরীরের কোনো অংশ থেকে চুল না কাটে এবং নখ না কাটে।" (মুসলিম)

মাসআলা-১৮৯ : কোরবানীর গোশত রেখে দেয়া জায়েয।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بَدَنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমরা কোরবানীর গোশত মিনার তিন দিনের অধিক ব্যবহার করতাম না। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, 'খাও এবং জমা করে রাখ'। (বুখারী ও মুসলিম)

মাসআলা-১৯০ : কোরবানীর পূর্বে কোরবানীর জন্তু দিয়ে কোনো কবর বা মাজার তাওয়াফ করানো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-১৯১ : ঈদের নামাজের পর কোলাকুলি করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

www.pathagar.com

اَلْاَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ فِي الصَّوْمِ
রোযার ব্যাপারে কতিপয় দুর্বল ও জাল হাদীস

(١) اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، نَادَى الْجَلِيْلُ رِضْوَانَ خَازِنِ الْجِنَانِ، فَيَقُوْلُ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَفِيْهِ: اَمَرَهُ بِفَتْحِ الْجَنَّةِ. وَاَمَرَ مَالِكَ بِتَغْلِيْقِ النَّارِ.

"যখন রমযানের প্রথম রাত আসে তখন আল্লাহ পাক বেহেশতের দায়িত্বশীল ফেরেশতা 'রিদওয়ান' -কে ডাকেন। তখন সে উত্তরে বলে, ইয়া আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বেহেশত খুলে দেয়ার আদেশ দেন এবং জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফেরেশতা 'মালেক'কে আদেশ দেন যেন জাহান্নাম বন্ধ রাখে। (এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট)

(٢) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَقَدْ اُهِلَّ رَمَضَانَ لَوْ عَلِمَ الْعِبَادُ مَا فِيْ رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ اُمَّتِيْ اَنْ يَّكُوْنَ رَمَضَانَ السَّنَةَ كُلَّهَا. الخ

রমযানের চাঁদ দেখার পর নবী করীম ﷺ বললেন, "যদি লোকেরা রমযানের ফযীলত জানতো তাহলে সারা বছর রমযান থাকার আশা প্রকাশ করত।" (এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।)

(٣) اِذَا كَانَ {اَوَّلُ_٣} لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ اِلٰى خَلْقِهِ الصِّيَامَ. وَاِذَا نَظَرَ اللهُ اِلٰى عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ.

"রমযানের প্রথম তিন রাতে আল্লাহ তা'য়ালা রোযাদারগণের দিকে দৃষ্টি দেন। আর যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দার দিকে দৃষ্টি দেন তাকে আযাব দেন না।" (এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।)

(٤) اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَيْسَ بِتَارِكٍ اَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ صَبِيْحَةَ اَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ

"আল্লাহ তায়ালা রমযানের প্রথম সকালেই সকল মুসলমানদের ক্ষমা করে দেন।" এ হাদীসের বর্ণনা সূত্রে একজন মিথ্যুক বর্ণনাকারী আছে।

www.pathagar.com

(٥) اِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عِنْدَ الْاِفْطَارِ اَلْفَ اَلْفِ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ.

"আল্লাহ তায়ালা রমযানের প্রত্যেক রাতে ইফতারের সময় দশ লক্ষ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।" (এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট)

(٦) ثَلَاثَةٌ لَا يُسْاَلُوْنَ عَنْ نَعِيْمِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ: اَلْمُفْطِرُ، وَالْمُتَسَحِّرُ، وَصَاحِبُ الضَّيْفِ، وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْاَلُوْنَ عَنْ سُوْءِ الْخُلُقِ: اَلْمَرِيْضُ، وَالْقَائِمُ، وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ.

"তিন ব্যক্তি থেকে খানা-পিনার নিয়ামত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। প্রথমত: ইফতারকারী, দ্বিতীয়ত: যে সাহরী খায়, তৃতীয়ত: মেজবান। তিন ব্যক্তি থেকে কুচরিত্রের হিসাব নেয়া হবে না। প্রথম, অসুস্থ, দ্বিতীয়- রোযাদার, তৃতীয়-ইনসাফগার বাদশাহ বা শাসক।" এ হাদীসের সনদে এমন এক ব্যক্তি আছে যে হাদীস জাল করত।

(٧) مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ: صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.

"যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে হালাল উপার্জন থেকে ইফতার করাবে ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করবে।" (এ হাদীসটি ভিত্তিহীন।)

(٨) اِنَّ اللهَ اَوْحٰى اِلَى الْحَفَظَةِ: اَنْ لَّا تَكْتُبُوْا عَلٰى صَوَّامٍ عَبِيْدِىْ بَعْدَ الْعَصْرِ سَيِّئَةً.

"আল্লাহ তায়ালা কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন, আছরের পর রোযাদার বান্দাদের কোনো গুনাহ না লিখে।" এ হাদীসের অনির্ভরযোগ্য একজন বর্ণনাকারী আছে।

(٩) مَنْ اَفْطَرَ عَلٰى تَمَرَةٍ مِنْ حَلَالٍ زِيْدَ فِىْ صَلَاتِهِ اَرْبَعِمِائَةِ صَلَاةٍ.

"যে ব্যক্তি হালাল রিজিকের খেজুর দিয়ে ইফতার করবে তার নামাজসমূহ চার শত গুণ বৃদ্ধি করা হবে।" এ হাদীসের সনদের একজন রাবী হাদীস জালকারী রয়েছে।

www.pathagar.com

(١٠) خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ، وَيَنْقُضْنَ الْوُضُوْءَ: اَلْكَذِبُ، وَالنَّمِيْمَةُ، وَالْغِيْبَةُ، وَالنَّظْرُ بِشَهْوَةٍ، وَالْيَمِيْنُ الْكَاذِبَةِ.

"পাঁচটি জিনিস রোযা এবং ওযুকে ভেঙ্গে দেয়। ১. মিথ্যা ২. চোগলখুরী ৩. গীবত ৪. প্রবৃত্তির দৃষ্টি ৫. মিথ্যা শপথ।" এ হাদীসের সনদে একজন রাবী মিথ্যুক আছে।

(١١) مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَهْدِ بَدَنَةً، فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، اَلْمَسَاكِيْنَ.

"যে ব্যক্তি রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দিয়েছেন সে যেন একটি উট কোরবানী করে আর যে কোরবানী করতে অক্ষম সে যেন ত্রিশ ছা' অর্থাৎ ৭৫ কিলোগ্রাম খেজুর মিসকীন ও ফকীরকে দেয়।" এ হাদীসে একজন বর্ণনাকারী মিথ্যুক।

(١٢) مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا عُذْرٍ، كَانَ عَلَيْهِ اَنْ يَّصُوْمَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا وَمَنْ اَفْطَرَ يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتُّوْنَ، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ تِسْعُوْنَ يَوْمًا.

"যে ব্যক্তি ওজর বিহীন রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দিয়েছে তাকে এর বদলে ত্রিশটি রোযা রাখতে হবে। আর যে দু'দিন রোযা ছেড়ে দিয়েছে তাকে ষাটটি রোযা রাখতে হবে। আর যে ব্যক্তি তিনদিন রোযা ছেড়ে দিয়েছে তাকে নব্বই দিন রোযা রাখতে হবে।" এ হাদীসের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(١٣) صُمِ الْبِيْضَ، اَوَّلَ يَوْمٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ اٰلَافِ سَنَةً وَالْيَوْمَ الثَّانِيْ يَعْدِلُ عَشَرَةَ اٰلَافِ سَنَةً، وَالْيَوْمَ الثَّالِثُ يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتُّوْنَ، وَمَنْ اَفْطَرَ ثَلَاثًا كَانَ عَلَيْهِ تِسْعُوْنَ يَوْمًا.

"আইয়্যামে বীজ' অর্থাৎ চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখ। প্রথম দিনের রোযার সাওয়াব তিন হাজার বছর রোযা রাখার বরাবর। দ্বিতীয় দিনের রোযা দশ হাজার বছর রোযা রাখার বরাবর। আর তৃতীয় দিনের রোযা বিশ হাজার বছর রোযা রাখার বরাবর।" এ হাদীসের সনদে হাদীস জালকারী একজন রাবী।

www.pathagar.com

(١٣) رَجَبٌ شَهْرُ اللهِ . وَشَعْبَانُ شَهْرِىْ. وَرَمَضَانُ شَهْرُ اُمَّتِىْ. فَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمَيْنِ. فَلَهُ مِنَ الْاَجْرِ ضِعْفَانِ. وَوَزْنُ كُلِّ ضِعْفٍ مِثْلُ جِبَالِ الدُّنْيَا...

"রজব আল্লাহর মাস। শাবান আমার মাস আর রমযান আমার উম্মতের মাস। যে ব্যক্তি রজবের দুদিন রোযা রাখবে তার জন্য দ্বিগুন বদলা থাকবে, এর মধ্যে এক গুনের ওজন হবে পাহাড়ের মতো।"

বি: দ্র: উল্লেখিত দুর্বল ও জাল হাদীসগুলো ইমাম শাওকানীকৃত 'আলফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে কিতাবটি দেখার অনুরোধ রইল।

রমযান সংক্রান্ত কতিপয় আরো দুর্বল হাদীস

পবিত্র মাহে রমযানুল মোবারক ও রোযার ফযীলত-গুরুত্ব এবং সিয়াম সাধনার মহত্ব বর্ণনার ব্যাপারে লেখক বর্ণিত দুর্বল হাদীসসমূহ ব্যতীত আর অনেক দুর্বল বা ভিত্তিহীন হাদীস সাধারণত: ওয়ায়েযরা বলে থাকেন, যেগুলোর বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনাসূত্র হাদীস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এ সকল দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার কোনো বর্ণনা কোনো ওয়ায়েযের মুখেও শুনা যায় না এবং কোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাতেও চোখে পড়ে না অথচ মুহাদ্দিসগণের এ ব্যাপারে ঐকমত্যে যে দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার বর্ণনা ব্যতীত তা বর্ণনা করা বৈধ নয়। তাই সাধারণের জ্ঞাতার্থে এখানে আর কতিপয় দুর্বল হাদীসের বিবরণ দেয়া হলো। অনুবাদক।

(١) اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَغْفِرُ فِىْ اَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ اَهْلِ هٰذِهِ الْقِبْلَةَ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ اِلَيْهَا فَجَعَلَ رَجُلٌ يَهُزُّ رَاْسَهٗ.....

"....আল্লাহ তাআলা রমযান মাসের প্রথম রাত্রে এই কেবলা (অর্থাৎ কাবা শরীফ) ওয়ালাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন, অত:পর কেবলার দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন একটি লোক খুশীতে মাথা নাড়তে লাগলেন...." লম্বা হাদীস।

মুহাদ্দিস ইবনে খুযায়মা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "যদি হাদীসটি সহীহ হয় কেননা খালাফ আবুররাবী এবং আমর ইবনে হামযা কায়সী আমার কাছে অপরিচিত।" ডক্টর মুস্তাফা আজমী বলেছেন,

"হাদীসের সনদটি দুর্বল' (সহীহু ইবনে খুযায়মা: ৩/১৮৯, হাদীস নং-১৮৮৫)

www.pathagar.com

(٢) لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِيْ رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِيْ اَنْ يَكُوْنَ السَّنَةُ كُلُّهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ حَدِّثْنَا. فَقَالَ. اِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَيَّنَ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ اِلَى الْحَوْلِ. فَاِذَا كَانَ اَوَّلُ يَوْمِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ...الخ

"যদি লোকেরা জানত রমযান কি? তাহলে আমার উম্মত আশা করতো যেন রমযান সারাটি বছর হয়। খোযাআ গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আমাদেরকে বলেন, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, রমযানের উদ্দেশ্যে বছরের মাথায় মাথায় জান্নাতকে সাজানো হয়। যখন রমযানের প্রথম দিন আসে তখন আরশের নিচ থেকে বাতাস বের হয় এবং বেহেশতের গাছের পাতা নড়তে থাকে...." লম্বা হাদীস।

মুহাদ্দিস ইবনে খুযায়মা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "যদি হাদীস সহীহ হয়।" ডক্টর মুস্তাফা আজমী বলেন, "হাদীসের সনদ দুর্বল, বরং বানোয়াট।" (সহীহ ইবনে খুযায়মা : ৩/১৯০, হাদীস নং-১৮৮৬)

(٣) عَنْ سَلْمَانَ. قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ. فَقَالَ: يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ. شَهْرٌ مُبَارَكٌ. شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ. وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ....الخ

"সালমান ফারেসী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাবানের শেষ দিন আমাদেরকে ওয়াজ করলেন এবং বললেন, হে লোকেরা! তোমাদের সামনে একটি বড় মোবারক মাস আসছে। এতে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসের প্রথমে রহমত। মধ্যে মাগফিরাত এবং শেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি....." লম্বা হাদীস। মুহাদ্দিস ইবনে খুযায়মা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন : "যদি হাদীস সহীহ হয়।" ডক্টর আজমী বলেন, "হাদীসের সনদ দুর্বল।" (সহীহ ইবনে খুযায়মা) : ৩/১৯১, হাদীস নং ১৮৮৭)

মুহাদ্দিস আলবানী বলেছেন, "হাদীসটি মুনকার (দুর্বল) মুহামেলী 'আমালী' গ্রন্থে (১/৬৪০, ১-২) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে 'আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জাদআন নামক লোকটি দুর্বল। (সিলসিলাতুল আহাদীস আজজয়ীফা শায়খ

www.pathagar.com

নাছিরুদ্দিন আলবানী : ২/২৬৩, হাদীস নং-৮৭১) শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রহ) 'ফাজায়েল রমযান' পুস্তিকায় হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীসটি জয়ীফ, এ হাদীসের এক সূত্রে 'আলী ইবনে জাদআন' এবং অন্য সূত্রে 'কাসীর ইবনে যায়দ' রয়েছে। এদেরকে অনেক মুহাদ্দিস জয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন। আল্লামা আইনীও হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। (ফাজায়েলে আমাল শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া ১/৫৬৭, ফাজায়েলে রমযান, হাদীস নং-১, আরবী-উর্দূ সংস্করণ)

(٣) مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ. كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ اَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْهَا سِوَاهَا. وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ. وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَكُلَّ يَوْمٍ حَمْلَانِ فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَفِيْ كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً وَفِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً.

"যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রমযান পেয়েছে এবং রোযা রেখেছে আর সাধ্যমতে কিয়াম (অর্থাৎ রাত্রিকালীন ইবাদত) করেছে, আল্লাহ পাক তাকে মক্কা ব্যতীত অন্য স্থানের এক লক্ষ রমযান মাসের সাওয়াব দান করবেন। প্রত্যেক দিনের বদলে একটি গোলাম আজাদ করার সাওয়াব পাবে। প্রত্যেক রাত্রের বদলে একটি গোলাম আজাদ করার সাওয়াব পাবে। প্রত্যেক দিন আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার বোঝাই সমান মাল দান করার ছাওয়াব পাবে এবং প্রত্যেক দিন আর রাতে নেকী আর নেকীই হবে।" হাদীসটিকে ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে (২/২৩৪, হাদীস নং-৩১১৭) আর ইবনে আবু হাতেম 'আল ইলাল' গ্রন্থে (১/২৫০) উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিস শায়খ নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেন, হাদীসটি জাল এবং বানোয়াট। কারণ হলো, এ হাদীসের সনদে 'আব্দুর রহীম' নামক ব্যক্তিটি মিথ্যুক। (সিলসিলায়ে জয়ীফা : ২/ ২৩২, হাদীস নং-৮৩২, জয়ীফু সুনানি ইবনে মাজা, পৃ-২৪৮, হাদীস নং-৬০৮/৩১৭৫)

(٥) رَمَضَانُ بِالْمَدِيْنَةِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ. وَجُمْعَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ جُمْعَةٍ فِيْمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ.

"মদীনা শরীফে একটি রমযান মাস অন্যস্থানের এক হাজার রমযানের চেয়ে উত্তম.... ।"

হাদীসটি ইমাম তাবরানী, ইবনে আসাকির এবং মুহাদ্দিস জিয়াউদ্দীন বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাদীসটি বাতিল।"

(সিলসিলায়ে জয়ীফা : ২/২৩০, হাদীস নং-৮৩১, জয়ীফু জামে সাগীর : পৃ: ৪৬০, নং-৩১৩৮)

www.pathagar.com

(٦) اِسْتَعِيْنُوْا بِطَعَامِ السِّحْرِ عَلٰى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُوْلَةِ النَّهَارِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ.

"সাহরী খেয়ে দিনের রোযা আর দুপুরে আরাম করে রাত্রের নামাজের জন্য সাহায্য গ্রহণ কর।" হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ, হাকেম, তাবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস ইবনে খুযায়মাও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'যদি যামআ' ইবনে ছালেহ এর হাদীস প্রমাণস্বরূপ সহীহ হয়। কারণ তার স্মরণশক্তি ত্রুটি ছিল। ডক্টর আজমী বলেন, 'হাদীসের সনদ দুর্বল।'

(সহীহ ইবনে খুযায়মা : ৩/২১৪, হাদীস নং-১৯৩৯)। মুহাদ্দিস আলবানী বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল। (জয়ীফ জামে সাগীর, পৃ-১১৭ হাদীস নং-৮১৬, জয়ীফু সুনানে ইবনে মাজা, পৃ-১৩৩. হাদীস নং-৩৩৩/১৭১৭)

(٧) لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ.

"প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে, শরীরের যাকাত হলো রোযা।
ইমাম ইবনে মাজা, তাবরানী, ইবনে আবিশায়বা, ইবনে আদী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, 'হাদীসটি জয়ীফ' (সিলসিলায়ে জয়ীফা : ৩/৪৯৭, হাদীস নং-১৩২৯, জয়ীফু সুনানি ইবনে মাজাহ, পৃ-১৩৫, হাদীস নং-৩৪১/১৭৭২, জয়ীফু জামে' সাগীর : পৃ-৬৮১, হাদীস নং-৪৭২৩)

(٨) مَا مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَيَّامٌ اَحَبُّ اِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ اَنْ يَتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا، مِنْ اَيَّامِ الْعَشْرِ، وَاِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيْهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ فِيْهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ.

"ইবাদতের জন্য দুনিয়ার দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে জিলহজ্বের দশ দিনের চেয়ে উত্তম কোনো দিন নেই। এ সকল দিনের মধ্যে একদিনের রোযা এক বৎসরের রোযার সমান। আর এক রাতের ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান।"
ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাদীসটি জয়ীফ।" (জয়ীফু সুনানিত তিরমিযী : পৃ-৮৮)। হাদীস নং-১২৩/৭৬২, জয়ীফু ইবনে মাজা: পৃ-১৩৪, হাদীস নং-৩৩৬/১৭৫৪, জয়ীফু জামে সাগীর: পৃ-৮৪৫, হাদীস নং-৫১৬১)

(٩) لِلّٰهِ تَعَالٰى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كُلَّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءُ سِتُّوْنَ اَلْفًا فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ اَعْتَقَ مِثْلَ مَا اَعْتَقَ فِيْ جَمِيْعِ الشَّهْرِ.

www.pathagar.com

"আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসে প্রত্যেক ইফতারের সময় অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। প্রত্যেক রাতে ষাট হাজার লোককে মুক্তি দেন। যখন ঈদের দিন হয় তখন সারামাসে যত লোককে মুক্তি দিয়েছেন তার সমান লোকদের মুক্তি দিয়ে দেন।"

মুহাদ্দিস দায়লামী 'মাসনাদুল ফেরদাউস' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে 'নাশেব ইবনে আমর' নামক ব্যক্তি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, "সে মুনকারুল হাদীস। অর্থাৎ তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।" হাফেজ ইবনে হাজার "লিসানুলমীজান' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, "এতে অনেক দুর্বলতা রয়েছে।" (আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ-আল্লামা শাওকানী : ১/১২২, হাদীস নং-২৫৭)

(১০) صُوْمُوْا تَصِحُّوْا

"রোযা রাখো স্বাস্থ্যবান হবে।"

হাদীসটি ইমাম তাবরানী 'আল আওসাত' গ্রন্থে (২/২২৫/১/৮৪৭৭) এবং আবু নুওয়াইম 'আতিব' গ্রন্থে (ক ২৪/১,২) বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাফেজ ইরাকী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।" আর ইমাম ছাগানী হাদীসটিকে 'জাল' বলে অত্যুক্তি করেছেন। (সিলসিলায়ে জয়ীফা : ১/৪২০, হাদীস নং-২৫৩)।

(১১) شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَرْفَعُ إِلَى اللهِ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ

"রমযান মাসের রোযাসমূহ আসমান এবং জমীনের মধ্যখানে লটকে থাকবে এবং ছদকায়ে ফিতর আদায় না করা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে উঠান হবে না।"

মুহাদ্দিস ইবনে শাহিন 'তারগীব' গ্রন্থে এবং মুহাদ্দিস জিয়া তাঁর 'আলমুখতারা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে 'মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ বসরী' নামক ব্যক্তিটি 'মাজহুল' বা অপরিচিত এবং তার কোনো সহায়কও নেই।
সিলসিলায়ে জয়ীফা : ১/১১৭, হাদীস নং-৪৩, জয়ীফু জামে সাগীরা : পৃ-৪৯৯, হাদীস নং-৩৪১৩।

(১২) شَعْبَانُ شَهْرِيْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللهِ

"শাবান আমার মাস আর রমযান আল্লাহর মাস।"

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস দায়লমী 'মাসনাদুল ফেরদাউস' গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকের 'তারিখ' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল বা বানোয়াট।" (সিলসলায়ে জয়ীফঅ: হাদীস নং-৩৭৪৬, জয়ীফু জামে সাগীর, পৃ-৪৯৮, ৪৯৯)

(١٣) مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً

"যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসের একটি দিন রোযা রাখবে, তাকে প্রত্যেক দিনের বদলে ত্রিশটি নেকী দান করা হবে।"

ইমাম তাবরানী 'আলকাবীর' গ্রন্থে (৩/১০৯/১) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন, "হাদীসটি মওযু অর্থাৎ জাল।" (সিলসিলায়ে জয়ীফা: ১/৫৯৮, হাদীস নং-৪১৩)

(١٤) إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا.....الخ

যখন শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত হয়, তখন রাত্রে নামাজ পড় এবং দিনে রোযা রাখো.... ।"ইমাম ইবনে মাজা 'সুনান' গ্রন্থে (১/৪৩৮), হাদীস নং-১৩৮৮)

ও ইমাম বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে (৩/৩৭৮-৩৭৯) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, হাদীসটি জাল। কারণ তার সনদে 'ইবনে আবু সাবরা' নামক ব্যক্তিটি ইমাম আহমদ ও ইবনে মাঈনের উক্তি মতে হাদীস জালকারী ছিল।
(সিলসিলায়ে জয়ীফা : ৫/ ১৫৪, হাদীস নং-২১৩২, জয়ীফু সুনানি ইবনে মাজা: পৃ-১০৫,)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ وَاَلْفَ اَلْفَ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلٰى اَفْضَلِ الْبَرِيَّاتِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

www.pathagar.com

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)		১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN		২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান		১২৮০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)		৩০০
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী		৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ	-মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন	-মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না	-আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম	-হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার)	-সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির	-মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	-ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	সহজ হজ্জ ও ওমরা		
১৪.	আয়াতুল কুরসির তাফসীর		১২০
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত		২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায	-মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	বিবাহ ও তালাকের বিধান		২২৫
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘন্টা	-মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়	-আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	-মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	-মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	-ইকবাল কিলানী	১৪০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	-ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	-ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান		১২০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১২০
৩১.	দোয়া কবুলের শর্ত	-মো: মোজাম্মেল হক	৯০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র		৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	-ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭৫
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ		১৬০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা	-শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজাব পর্দার বিধান		১২০
৩৭.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান		১৪০

www.pathagar.com

৩৮	কবিরা গুনাহ	২২৫
৩৯.	ইমলামী দিবসসমূহ ও কার চাঁন্দের ফযিলত - মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম	১৮০
৪০.	রিয়াযুস সালেহীন	

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩. ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০	২০. চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০	২১. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০	২২. সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২৩. পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২৪. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৫. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯. ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৭. ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৮. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৯. সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	৩০. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	৩১. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	৩২. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩৩. ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩৪. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩৫. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

১. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০	৫. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
২. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০	৬. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৩. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০	৭. বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০
৪. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০		

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে .....

ক. মহিলা সম্পর্কে আল কুরআনে ১০ সূরা খ. আল কুরানুল কারীমের বিধি-বিধানের পাঁচ'শ আয়াত, গ. গোল্ডেন ইউজফুল ওয়ার্ড ঘ. রাসূল ﷺ-এর অজিফা, ঙ. আল্লাহ কোথায়?, চ. পাঞ্জে সূরা, ছ. চল্লিশ হাদীস, জ. কাসাসুল আম্বিয়া, ঝ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায়, ঞ. তওবা ও ক্ষমা, ট. আল্লাহর ৯৯টি নামের ফযীলত, ঠ. আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে, ড. তোফাতুল আরোজ (বাসর ঘরের উপহার), ঢ. নেক আমল - মিনিটে ও সেকেন্ডে কোটি কোটি সাওয়াব।

الزهر الربيعي
tamol.net

রমযানের ফযীলত

গুনাহ মাফের মাস

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী